www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২৪ অগ্রহায়ণ – ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ ঃ ১০ ডিসেম্বর – ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 8, 10 December - 16 December, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জিএসটি নিয়ে আগেই ঐক্যমত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে

মোদীর ঘোর বিরোধী মমতাও এতে সায় দিয়েছিলেন। সেই জিএসটি এবার অনিশ্চয়তায় চলে যেতে বসেছে নোট বাতিলের ধাক্কায়। সায় দিলেও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ এখন সংশয়ে।

রবিবার: অরুণাচলের টিরাপে জঙ্গি হানায় নিহত হলেন অসম রাইফেলসের এক অফিসার ও এক

জওয়ান। মায়ানমার সীমান্তে টহল দিয়ে ফেরার সময়ে এদের ওপর হামলা চালায় খাপলাং–আলফা যৌথ মঞ্চের জঙ্গিরা।

সোমবার: মোদি–মমতার সাম্প্রতিক লড়াইয়ে সঙ্কটে তিস্তা চুক্তি। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিস্তার জল বন্টন নিয়ে মমতার আপত্তি যখন ফিকে হয়ে আসছিল তখন পরিস্থিতি ফের অনিশ্চয়তার দিকে মোড় নিল। ডিসেম্বরে ভারত সফর বাতিল করেছেন হাসিনা। তবে তার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

মঙ্গলবার: চিরতরে চলে গেলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ও জনপ্রিয় নেত্রী জয়ললিতা। এক বর্ণময়

চরিত্রকে বিদায় জানাল ভারতীয় রাজনীতি। অভিনেত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি। মানুষের আম্মা হয়ে ওঠা। সবই সাবলীল ছন্দে করেছেন জয়ললিতা। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন পনীরসেলভম।

বুধবার: জার্মানির সংস্কৃতির সঙ্গে বেমানান মুখ ঢাকা বোরখা নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করলেন সেদেশের চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মের্কেল। গতবছর ৯ লক্ষ উদ্বাস্তুকে দেশে স্থান

দিয়েছিলেন তিনি। এবার সাফ জানালেন, জার্মানিতে থাকতে হলে দেশের সমস্কৃতি ও আইন মেনে চলতে হবে।

বৃহস্পতিবার: আন্দামানে সাইক্লোন, ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প। এমনকি আমেরিকাতেও কেঁপে উঠেছে ধরনী। সব মিলিয়ে পৃথিবী

ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি। আন্দামানের পাভলভ ও নীল দ্বীপে আটকে রয়েছেন বহু পর্যটক।

শুক্রবার: তিন তালাক ভারতীয় সংবিধান বিরোধী। একে নিষিদ্ধ করার পক্ষেই মত দিল ইলাহাবাদ

হাইকোর্ট। এর সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনও পার্সোনাল ল বোর্ড সংবিধানের উর্দ্ধে নয়। এ নিয়ে মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টেও।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

পাচার বিরোধী আইন আসছে সংসদে

পিআইবি : সরকার সংসদে শীঘ্রই পাচার–বিরোধী আইন আনবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী মানেকা গান্ধি। গত ১৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো আয়োজিত আঞ্চলিক সম্পাদকদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী আরো বলেন, সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনেই সরকার বিলটি আনার চেষ্টা করবে। পাচার হওয়া মানুষদের উদ্ধার, ত্রাণ এবং পুনরায় সুসংবদ্ধ করা – এই তিনটি ক্ষেত্রেই ওই বিলের আওতায় আসবে। একই সঙ্গে, যাদের পাচার করা হয়েছে এবং যারা মানব–পাচারের সঙ্গে জ।তি তাদেরও চিহ্নিত করা হবে বলে মন্ত্রী জানান।

সম্মেলনে মানেকা গান্ধি দেশের মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষায় সরকার যে ব্যবস্থাদি নিয়েছে সে বিষয়ে সাংবাদিকদের জানান। প্রসঙ্গত, মন্ত্রক সম্প্রতি পকসো ই–বক্স' চালু করেছে, যাতে যৌন হয়রানি সম্পর্কে শিশু বা মহিলারা তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারে। এই বক্সে ইতিমধ্যে ৮১–টি অভিযোগ জমা পড়েছে বলে তিনি কথা প্রসঙ্গে জানান। নিরুদ্দেশ হওয়া শিশুদের খুঁজে বের

করার জন্য যে খোয়া পায়া' পোর্টালটি সংযোজিত হয়েছে এবং সেটিতে ইতিমধ্যে যে ৬ হাজার নিরুদ্দিষ্ট শিশুর নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে সেটিও তিনি ভাষণ প্রসঙ্গে জানান। পালিয়ে যাওয়া বা নিরুদ্দিষ্ট শিশুদের বিশেষ ব্যবস্থায় রেলের সঙ্গে একযোগে সাহায্য করা হয় বলে মন্ত্রী মন্তব্য করেন। এই ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই ১৩ হাজার শিশুকে সাহায্য করা হয়েছে বলে মানেকা মন্তব্য করেন।

এছাড়া, মন্ত্রী জানান, ২০১৭–র পয়লা জানুয়ারি থেকে যেসব মহিলারা প্রতিকূল অবস্থায় রয়েছেন, তাদের সুবিধার্থে সেলফোনে প্যানিক বাটন' চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ২০১৭–র মার্চের মধ্যে নিগৃহীত মহিলাদের জন্য ১৭০টি ওয়ান স্টপ সেন্টার' গড়ে তোলা হবে বলেও মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান। ক্রমশ নিম্নগামী শিশু লিঙ্গের অনুপাতে পরিবর্তন আনতে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' কর্মসূচির পাশাপাশি, পুলিশ বাহিনীতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা বা বৃন্দাবনে এক হাজার বিধবা মহিলার জন্য হোমের ব্যবস্থা করাও মন্ত্রকের আশু কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে বলে মানেকা সাংবাদিকদের জানান। এছাড়া, মহিলারা যাতে বাণিজ্যিক লেনদেন চালাতে পারেন, তার জন্য মহিলা–ই–হাট' নামের একটি অনলাইন পোর্টাল–ও চালু করা হয়েছে, যেটি চালু হওয়ার প্রথম ছ'মাসের মধ্যেই প্রায় ৬ লক্ষ টাকার বাণিজ্যিক লেনদেন সম্ভব হয়েছে বলে পরিশেষে তিনি জানান।

অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনার আশঙ্কাকে মান্যতা দিয়ে, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সহ মালদহ, মুর্শিদাবাদ সীমান্ত নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট, হাসনাবাদ, স্বরূপনগর বনগাঁ, বাগদা, একপ্রকার ওপেন করিডর হিসেবে চিহ্নিত। এজন্য কেন্দ্রয় সরকার ও রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো সীমান্তে যেমন বিএসএফের নজরদারি জোরদার করা হয়েছে, তেমনই উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার পুলিশি ব্যবস্থাও কঠোর করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সীমান্ত নজরদারির কাজ তো বিএসএফের। কিন্তু সীমান্ত সংলগ্ন থানাগুলিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে কঠোরতার পাশাপাশি পুলিশি নজরদারি বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।' এদিকে হাসনাবাদ ও বনগাঁ রেল লাইন দুটিও অনুপ্রবেশের একটা অন্যতম মাধ্যম। কারণ বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ঢুকে অনুপ্রবেশকারীরা সাধারণতঃ ট্রেনপথকে বেশি ব্যবহার করে। এজন্যে জিআরপি'ও এ ব্যাপারে ব্যাপক সতর্ক। শিয়ালদহ ডিভিশনের এসআরপি দেবাশিস বেজ প্রতিবেদককে জানান, রেল

পুলিশের পক্ষ থেকে রেলপথে নজরদার বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ বিশেষ রেল স্টেশনগুলিতে বিশেষ চেকিং–এর ব্যবস্থা চলছে। এর মধ্যে বারাসত জংশন স্টেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে চেকিং চলছে এখানে। সম্প্রতি গোপনসূত্রে খবর পেয়ে প্রায় ১৫ কেজি গাঁজা সমেতন এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে বারাসত জিআরপি।

গত ২৫ নভেম্বর রাত প্রায় দশটা নাগাদ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ওসি দীপক কুমার পাইকের নেতৃত্বে বারাসত জিআরপি এক অভিযান চালায়। বারাসত ২–৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে শেষ রাজেশ (২৮) নামের এক পাচারকারীকে ১৫ কেজি গাঁজা সমেত পাকড়াও করে। পুলিশ জানায় শেখ রাজেশের বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঘুটিয়ারি শরীফের মাকালতলায়। বারাসত থেকে সে ঘুটিয়ারি শরীফ যাচ্ছিল। পরদিন তাকে আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হাজতের নির্দেশ দেন।

পাচার হওয়া কিশোরীকে ফেরাল পুলিশ

মেহবুব গাজি

পাচারকারীকে গ্রেফতার করে পাচার হয়ে যাওয়া কিশোরীকে উত্তর প্রদেশের ইগলাশ থেকে উদ্ধার করল ফলতা থানার পুলিশ। বুধবার রাতে বছর সতেরোর উদ্ধার কিশোরীকে ফিরিয়ে আনা হয় এ রাজ্যে। পুলিশ সূত্রের খবর গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে গোপন জবানবন্দি দিয়েছে ওই কিশোরী। ধৃত পাচারকারী নুরজান বিবি আপাতত পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। বছর পয়ত্রিশের নুরজান ফলতার জামিরা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতকে জেরা করে পাচার চক্রের বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। গত ১০ নভেম্বর সকালে বাড়ি থেকে বাজারে বেড়িয়ে আর বাড়ি ফেরেনি কিশোরীটি। আত্মীয়–স্বজনদের বাড়িতে কোথাও কোনও খোঁজ না পেয়ে গত ১৫ তারিখ মেয়েকে অপহরণ ও পাচারের অভিযোগ দায়ের করেন বাবা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গত ১৮ নভেম্বর প্রতিবেশি গৃহবধূ নুরজান বিবিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে ৩২ হাজার টাকার বিনিময়ে নুরজাহান কিশোরীটিকে উত্তরপ্রদেশের ইগলাশ এলাকার এক বাসিন্দার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এরপর এখানকার পুলিশ উত্তরপ্রদেশের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। গত সপ্তাহ খানেক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরীর নির্দেশে কিশোরীকে উদ্ধার করতে উত্তরপ্রদেশ যায় ফলতা থানার একটি টিম।

এরপর উত্তরপ্রদেশের আলিগড়, মথুরা ও রায়া এলাকায় জোরদার তল্লাশি চালিয়েও তাকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয় পুলিশ। কারণ পুলিশ অভিযানের এই খবর পাচারকারীরা আগাম জানতে পেরে ওই কিশোরীকে বারবার সরিয়ে ফেলছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত সোমবার রাতে ইগলাশ এলাকায় একটি বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। উদ্ধারের পর কিশোরীটি পুলিশকে জানায়, নুরজান বিবি তাকে মোটা টাকার কাজের লোভ দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে এসে বেচে দেয় উত্তরপ্রদেশের ওই পাচারকারীদের হাতে। সেখানে হাত বদল হতে হতে ইগলাশ এলাকার এক যুবক তাকে বিয়ে করে এবং বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেহ ব্যবসায় নামায়। দিনের পর দিন শারীরিক ও যৌন অত্যাচারের পর মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে কিশোরীটি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) চন্দ্রশেখর বর্ধন জানান, 'জেলাজুড়ে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচিতে পাচার বিরোধী প্রচার ও পাচার হয়ে যাওয়ায় মহিলাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তার ফলস্বরূপ পাচার হয়ে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই এই কিশোরীকে উদ্ধার করা গেল।'

নেতাজি ইস্যুতে এমিলি–অ্যানিটা প্রাসঙ্গিক নয়

আজাদ বাউল

গুমনামী বাবা বা ভগবানজির প্রকৃত পরিচয় জানতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত বিষ্ণু সহায় কমিশনের মেয়াদ আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিচারপতি সহায়–এর লখনৌয়ের বাড়িতে কমিশন কাজকর্ম শুরু করেছে। যদিও হিন্দি দৈনিকে কমিশন বিজ্ঞপ্তি দিল সর্বভারতীয় কোনও ইংরেজি দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি এখন। উত্তরপ্রদেশে যাওয়া এ রাজ্যের বহু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর পক্ষে সম্ভব নয়। কমিশন অবিলম্বে পশ্চিমবাংলায় আসুক এবং ভগবানজির নিকটজনদের সাক্ষী গ্রহণ করুক। এই মর্মে ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী ও রাজ্যশ্রী চৌধুরী সহায় কমিশনের এভিডেভিট করে ডিপোজিশন জমা দিয়েছেন। বিজয় নাগ, দুলাল নন্দী, সুরজিৎ দাসগুপ্ত প্রমুখ ভগবানজি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এ রাজ্যে আছেন। কেউ কেউ কমিশনের এই গাছাড়া ভাবের কারণে কমিশনে না গিয়ে বয়কটের পথে হাঁটবেন বলে ভাবনাচিন্তা করছেন। তাঁরা চিঠি লিখে তাঁদের বক্তব্য জানিয়েছেন কমিশনে।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের

দফতর জানিয়েছে ফ্রাউ এমিলি শেংকেল কিংবা ডঃ অ্যানিটা ব্রিজিট পাফ–এর পরিচয়ের ব্যাপার নেতাজি ইস্যুতে অপ্রাসঙ্গিক।

জানাল কেন্দ্র

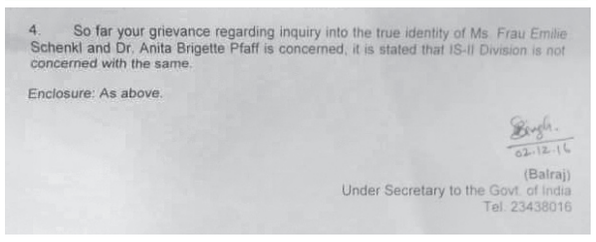

4. So far your grievance regarding inquiry into the true identity of Ms. Frau Emilie Schenkl and Dr. Anita Brigette Pfaff is concerned, it is stated that IS-II Division is not concerned with the same.

Enclosure: As above.

02-12-16
(Balraj)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. 23438016

উল্লেখ্য, রাজ্যশ্রী চৌধুরী, ডাঃ মধুসূদন পাল ও জয়ন্ত চৌধুরীর পিটিশনে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে নেতাজি যুদ্ধ অপরাধী কি না, বিমান দুর্ঘটনার তত্ত্ব ও এমিলি–অ্যানিটার পরিচয় সংক্রান্ত বিষয়ে তারা জানতে চেয়েছিলেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দফতর যে ৩০৩টি নেতাজি সংক্রান্ত অতি গোপন ফাইল প্রকাশ করেছেন তাতে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে নেতাজির তথাকথিত বিবাহ, স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা থাকার কোনও তথ্যই নেই। যদিও জওহরলাল নেহেরুর আমলে এমিলি ও অ্যানিটাকে ভারত সরকার গোপনে টাকা পাঠাত বলে জানা গিয়েছে। অ্যানিটার জন্মের শংসাপত্র প্রকাশ করেছেন মোদি সরকার। সেখানে আরও বিস্ফোরক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। অ্যানিটার ভিয়েনায় জন্মের শংসাপত্রে ১৯৪২–এর ২৬ নভেম্বর দেখা যাচ্ছে নাম আছে অ্যানিটা ব্রিজিট শেংকেল, মায়ের নাম এমিলি ক্যারোলিনা শেংকেল কিন্তু কোথাও পিতার নাম উল্লেখ নেই। এই 'প্রমাণের' ভিত্তিতে এমিলি দাবি করেছিলেন অ্যানিটার বাবার নাম সুভাষ বোস ও অ্যানিটাকে বোস পদবি দেওয়ার জন্য, এমন একটি চিঠির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সদ্য প্রকাশিত নেতাজি ফাইলগুলির মধ্যে। নেতাজি গবেষকরা বহুদিন আগেই দাবি জানিয়েছিল নেতাজির চরিত্র হনন ইচ্ছাকৃত করা হয়েছিল তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য। নতুন ফাইলে সেই কথা প্রমাণিত হল।

স্টেশনে হকাররাজে বিপন্ন যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে বিগত বাম জমানা থেকেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শিয়ালদহ–বনগাঁ রেল শাখার বিভিন্ন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলি ধীরে ধীরে দখলদারদের কবলে চলে যেতে শুরু করে বলে রেল সূত্র থেকে জানা যায়। এই শাখার বেশ কয়েকটি রেল স্টেশন হালফিলে হকার তথা অবৈধ দখলদারদের মৌরসিপাট্টায় পরিণত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবরা রেল স্টেশন। বাম আমলে বিশেষত ২০০৬–২০০৯ সালে হাবরা স্টেশন চত্বর চলে যায় সিটুর কব্জায়। যার ফলস্বরূপ রেল কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের কাজ হাবরা থেকে সরিয়ে গোবরডাঙায় করতে একপ্রকার বাধ্য হয়। এর ফলে আজও হাবরাবাসীকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত। তাদের অভিযোগ, হাবরা স্টেশনে অধিকাংশই টাকার বিনিময় নতুন নতুন হকার বসানো হয়েছিল ওই সময়কালে। স্টেশন থেকে যশোর রোডে বেরনোর মূল স্টেশন রোডটি সিপিএম পার্টির তথাকথিত স্থানীয় নেতা কুট্টি কুন্ডু ও তার দলবল দখল করে রেখেছিল বলেও অভিযোগ। মানুষের চলার পথ হয়ে উঠেছিল আস্ত একটি বাজার। যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার সহ তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দেওয়া, গালিগালাজ করা ইত্যাদি তো রীতিমতো রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল বলে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য। একাধিক জায়গা দখল করে দোকান তৈরি এবং তা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এমনকি বিক্রিও করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে বারংবার। খবর প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক ও স্থানীয় পত্রিকা সম্পাদকদের প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই দখলদারির বিরুদ্ধে প্রয়াত

কংগ্রেস নেতা বাপি চৌধুরীর সঙ্গে সিপিএম নেতাদের একাধিকবার সংঘাত বেধেছে। যা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বর্তমানে সময়ের পরিবর্তন ও রাজনৈতিক পালাবদল হলেও এই ঘৃণ্য প্রয়াস এখনও চলছে। বামফ্রন্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এই স্টেশনের সিটুর বেশিরভাগ নেতাকর্মীরা নিজেদের এই দখলদারি বাঁচাতে জার্সি পালটে চম্পক সরকারের নেতৃত্বে তৃণমূলে যোগদান করেছে। কেউবা বিনয় দাস ও কুট্টি সাহার নেতৃত্বে তৃণমূলের অপর শিবিরে ভিড়েছে। কয়েকবার তৃণমূলের উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্ব হাবরা স্টেশন পরিদর্শন করে। যার মধ্যে ছিলেন হাবরার পুরপ্রধান নীলিমেশ দাস, কৃষ্ণপদ দাস, অনুপ দাস, মৃন্ময় কুন্ডু প্রমুখ। তারা একযোগে সকল হকারদের দোকান ছোটো করার নির্দেশ দেন যাতে দোকানদারিকে কেন্দ্র করে যাত্রীদের সঙ্গে তাদের ঝামেলা না বাধে। যাত্রীদের অভিযোগ, এই নির্দেশ কেউই মানেনি। সিটুর নেতা কর্মীরা জার্সি বদল করে স্বমহিমায় দখলদারি বজায় রেখেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু নতুন নতুন হকার বসায় স্টেশনের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। ট্রেন থেকে যাত্রীরা নামা–ওঠার সময়ে প্রায়শই একে অন্যের ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। ফলে ছোট–বড় আঘাতের শিকারও হচ্ছেন তারা। পাশাপাশি চলছে বচসা, বিতর্ক। নিত্যযাত্রী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাবরা আইএনটিটিইউসি'র এক হকার জানান, সবার ক্ষেত্রেই এক নিয়ম হওয়া উচিত। হাবরা আইএনটিটিইউসি'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বিষয়টা সংগঠনের নজরে এসেছে। তারা দলগতভাবে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

পঞ্চায়েতের কাজে ক্ষোভ

এ বছরেই শেষ করতে হবে শৌচাগার প্রকল্প

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে 'আমার শৌচাগার প্রকল্প শেষ করতেই হবে। এই ক্ষেত্রে কোনও অজুহাত বরদাস্ত করবে না জেলা প্রশাসন। এই বার্তা দিতে গত ৭ ডিসেম্বর চেতলার অহীন্দ্রমঞ্চে জেলা প্রশাসন এক জরুরি সভার আয়োজন করেছিল। জেলার ৩১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং ২৯টি ব্লকের সভাপতি ও বিডিওরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) দেব কুমার নন্তন, অতিরিক্ত জেলাশাসক (আলিপুর সদর) প্রলয় মজুমদার এবং জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রমুখ।

প্রসঙ্গত আমার শৌচাগার প্রকল্পে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। নির্মল বাংলা মিশনকে তরান্বিত করতে রাজ্য সরকার সব রকম সহযোগিতা করছে। আমার শৌচাগার প্রকল্পে উপভোক্তাকে ৯০০ টাকা দিতে হবে তার বিনিময়ে পাকা শৌচাগার বানিয়ে দেবে সরকার। বিভিন্ন ব্লকে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে শৌচাগার নির্মাণের কিছু কিছু অভিযোগ উঠেছে। সূত্রের খবর এদিনের সভায় আন্ধারমানিক, চক এনায়েৎনগর, উত্তর রায়পুর এবং সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আমার শৌচাগার প্রকল্পের কাজের গতি এবং মান নিয়ে জেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট প্রধানদের সতর্ক করছে। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই প্রকল্পের 'টার্গেট' শেষ করতেই হবে। আমরা সেইভাবেই প্রতিটি প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছি। এখনও ৩৩,৩০০ শৌচাগার নির্মাণ বাকি আছে।

ভিতরে

প্রাক্তন পুলিশকর্তা অরিন্দম আচার্যের কলমে শুরু হল নতুন ধারাবাহিক 'হ্যালো অরিন্দম বলছি' এবারের বিষয় নারী পাচার–পৃষ্ঠা ৬

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নার্সিং হোমগুলিতে ব্যাপক তল্লাশি। সিল করা হল বেশ কয়েকটিকে–পৃষ্ঠা ৩

কিনতে শুরু করুন ভালো শেয়ার

আজকের কষ্ট কালকের ভরপুর বাজারের বিজ বপন করছে

প্রদীপ্ত দাস ও কালিদাস চক্রবর্তী

দেশজুড়ে আর্থিক আবহ নিয়ে গত সপ্তাহে যা তুলে ধরা হয়েছিল তা খুব একটা পালটায়নি এখনও। সেই এটিএমগুলির সামনে লম্বা লাইন, পেনশনভোগী মানুষদের হাতে তাদের পুরো অর্থ না আসা সর্বোপরি দেশের পুরো বাতাবরণটাই যেন কেমন বদলে গিয়েছে। বিশ্বায়নের রকেটে চেপে আধুনিক কেতাদুরস্ত সমাজে প্রবেশ করার পর আবারও যেন 'রিওয়াইন্ড ব্যাক' ঘটেছে পুরনো দুনিয়ায়। অনেকটা যেন আশি বা সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পৌঁছে গিয়েছে দেশের জনগণ। এটা ঠিক মোদি সরকারের ৫০০–১০০০ হাজারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে প্রাথমিকভাবে একটা ধাক্কা খেয়েছে দেশের অর্থনীতি। যদিও আগামীর সুদিন বয়ে আনার জন্য এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরিও হয়ে পড়েছিল। হয়তো সামনের ৩ থেকে ৬ মাস খুবই কষ্ট পেতে হবে আমাদের। তাও দেখা যাবে এই 'সবুরে মেওয়া ফলছে'। অর্থাৎ ভারতের অর্থনীতি সত্যিকারের দিশা খুঁজে পাচ্ছে যা দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে দেশকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাবে। শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রেও যারা দীর্ঘমেয়াদী লগ্নি বা এসআইপি তে বিশ্বাসী তাদের উচিত এই সুবর্ণ সুযোগ অবশ্যই কাজে লাগানো। কারণ অদূর ভবিষ্যতে এই আপাত সঙ্কট কাটিয়ে বাজার যখন ঘুরে দাঁড়াবে তখন দেশের প্রধান দুই আর্থিক পিলার নিফটি আর সেনসেক্স হয়তো এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যাকে 'স্কাই ইজ দ্য লিমিট' এর সঙ্গে তুলনা করা হবে। সত্যি কথা বলতে সারা বিশ্বে যতগুলি আর্থিক বাজার রয়েছে তার মধ্যে উপাদানগত এবং ফান্ডামেন্টাল দিক থেকে ভারতের বাজার সব থেকে উপযোগী জায়গায় বিচরণ করছে। আসলে এই বিপুল জনসংখ্যার দেশের বিশাল বাজারকে 'পাখির চোখ' করেনি এমন দেশ বিশ্বে খুব কম আছে। বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার জাপান, মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশের যথেষ্ট সুনজরে রয়েছে ভারত। এদেশের সুদীর্ঘ সুস্থ গণতান্ত্রিক কাঠামোও বিদেশিদের আকৃষ্ট করার অন্যতম দিক। এতদিন গণতন্ত্র মজবুত থাকলেও নানা ফাঁকফোকর দিয়ে দুর্নীতির কালনাগিনীরা ভালোমতো প্রবেশ করছিল দেশের অভ্যন্তরে। যার ফলে উন্নয়নের সঠিক ফল পৌঁছাতে পারেনি আম জনতার কাছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিষেবা সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই আসাম্য ভারতবাসীকে ব্যাপক ভুগিয়েছে। এই জায়গা থেকেও নরেন্দ্র মোদি সরকারের নোট বাতিল এবং কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিঃসন্দেহে ভারতের বুকে এক সন্ধিক্ষণ তৈরি করেছে। যার ফলে সত্যিকারের সুস্থ সামাজিক পরিস্থিতি তৈরি হবে অচিরেই। এইসব দিক থেকে সাময়িক প্রতিবন্ধকতাকে মুখ বুজে সহ্য করেও আগামীর স্বর্ণালী ভবিষ্যতের মাথায় রেখে এখন পা ফেলতে হবে।

অর্থনীতি

শেয়ার বাজারের একটা শাশ্বতবাণী মাথায় রেখে বলা চলে, 'বাই অন ডিপস'। এবার কোনটা যে ডিপস বা বাজারের নিম্নতল তা আন্দাজ করার জন্য অবশ্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য লাগে। তারা নানা ইতিহাস এবং বহু স্ট্যাটিসটিক্স ঘেঁটে বাতলে দেন কোন জায়গায় নিফটি এলে কেনা উচিত। আবার একইভাবে বিভিন্ন সেক্টরের সম্ভাব্য ক্রয়ের জায়গাটাও এদের নখদর্পণে চলে আসে। কখন ওষুধ, তথ্যপ্রযুক্তি বা ব্যাঙ্কের শেয়ারে মনোনিবেশ করতে হবে তাও এরা বলে দেন। বলাবাহুল্য, পরামর্শ দেন। অবশ্য ভালো বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ তো পাড়ার টেনিদার চায়ের দোকানে বসে জ্ঞান বিতরণ নয়। তার জন্য মোটা মূল্যও চোকাতে হয়। নানা বাহারি চ্যানেলে বসে তারা যে শেয়ার কিনতে বা বেচতে বলুন না কেন, নিজেদের সাবস্ক্রিপশন নেওয়া গ্রাহকদের ক্ষেত্রে তাদের চালচলন সম্পূর্ণ আলাদা হয়। প্রকৃত দিশা সেক্ষেত্রে দেখানোর পেশাদার তাগিদ জন্মে যায় স্বাভাবিক নিয়মেই। এত গেল বিশেষজ্ঞদের ব্যাপারস্যাপার। সবসময় যে এদের পরামর্শ একেবারে ধ্রুব সত্য হয়ে ওঠে তা নয়। বরং নানা ক্ষেত্রে কিছু কোম্পানির ক্ষেত্রে এদের 'বায়াসনেস' গ্রাহককে বিপদে ফেলতেও পারে। সেই সংখ্যাটা হয়তো সাফল্যের মুখ দেখা টিপসের থেকে অনেকটাই কম। তাও সবসময় সজাগ থাকতে হয় গ্রাহক বা লগ্নিকারীদের। তাই এই বাজারে নিজের চোখ কান খোলা রাখার পরামর্শও একরকম আপ্তবাক্যের মতো কাজ করে। অনেকেই আছেন যারা অতশত বিশেষজ্ঞদের ধার ঘেষেন না। তাদের কাছে নিজেদের পুঞ্জিভূত জ্ঞান ও বহুদিনের ট্রেডিংয়ের কৌশল পুঁজি হিসেবে কাজ করে।

এইবছর ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের বাজারের প্রধান সূচক নিফটি দীর্ঘ পতনের ধারা বেয়ে চলে এসেছিল ৭ হাজারেরসামান্যনিচে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে নিম্নে আসা বাজারের সেই অবস্থানকে বটমলাইন বলা হচ্ছিল। এই ব্যাপারে কম বেশি সকলেই এক অভিমত পোষণ করেছেন। তারপর সেই ফেব্রুয়ারি থেকেই বিদেশিরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতের বাজারে ক্রেতার ভূমিকা নেয় তাতে আশায় বুক বেঁধেছিল সবাই। আলোচনা শুরু হয়েছিল আগামীর ব্যাপকতা নিয়ে যেখানে ভারতের বাজার অন্তত একটা মহিরূহ আকার ধারণ করবে। অন্ততপক্ষে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাজার বিশেষজ্ঞরা তাই মনে করছেন। যে সব অপারেটর বা ব্রোকিং হাউস রয়েছে তারাও পর্যন্ত বলছিলেন এবার হয়তো অর্থ বাজারের মোর ঘুরে গেল। এই দৌড় দীর্ঘস্থায়ী হবে।এর মধ্যে বেশ কিছু শেয়ার যারা অনেকটাই পড়ে গিয়েছিল তাদের দাম বেড়েছে ব্যাপকভাবে। কোনওটা দ্বিগুণ, তিন গুণ বা পাঁচগুণ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। যারা নিচের লেবেলে কিনেছিলেন তারা ভরপুর লাভ ওঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল বাজার আগামীদিনে আরও কত উচ্চতায় গিয়ে বিরাজমান হবে তা নিয়ে। সেক্ষেত্রে টার্গেট হিসেবে নিফটির ১০ হাজারের কথা তো ফিরে ফিরে আসছিল বহু মানুষের মুখে। এমনও বলা হচ্ছিল গাভাসকার, শচীনরা ক্রিকেটে দশ হাজারি চলে আর্থিক সূচকের প্রধান ব্যাটসম্যান নিফটি কেন ১০ হাজার পার করবে না। আসলে নিফটির ১০ হাজারে পৌঁছানো খুব স্বাভাবিক ছন্দেই হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছিল। সত্যি তো গত ফেব্রুয়ারির পর প্রায় ৬–৭ মাসের মধ্যে নিফটি ২ হাজার পথে অতিক্রম করেছে সাতসমুদ্র পার করার মতোই। তাতে বিদেশিদের অবদান ছিল সবথেকে বেশি। এটা বরাবর দেখা গিয়েছে ভারতের বাজারে বিদেশি ক্রেতা বা এফআইআইরা যখন থেকে কেনা শুরু করে তখনই ফুলেফেঁপে ওঠে বাজার। এটা বারংবার দেখা গিয়েছে। সেই বিদেশিরাই গত ফেব্রুয়ারি থেকে সিদ্ধান্ত নেয় ভারতের বাজার এখন যে জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে তাতে আর না বেচে এবার কেনার দৌড়ে সামিল হতে হবে। তার পরেই যথারীতি স্পুটনিকের গতি লাভ করে ভারতের বাজার। তার ছন্দেই এখন বেজায় ব্যাঘাত ঘটেছে। জাতির স্বার্থে দেশবাসী যদি মোদি সরকারের সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাতে পারে তাহলে শেয়ার বাজার কেন পিছিয়ে থাকবে? এই অর্থ বাজারেরও উচিত আপাতত এই অস্থির বাজার থেকে সামান্য 'সাইডলাইন' এ সরে গিয়ে উপযুক্ত পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করা। শুধু অপেক্ষাই নয়, বাজারের এই নিম্নে আসার জেরে যেসব ভালো জাতের শেয়ার একেবারে জলের দরে চলে এসেছে তাও কম দামে ডিপিতে জমাতে শুরু করতে হবে এখন থেকেই। হতে পারে বাজার আরও একটু নিচে আসল, সেক্ষেত্রে নিফটি হয়তো সাড়ে সাত হাজারের কাছেপিঠে কিংবা খুব খারাপ পরিস্থিতিতে গত ফেব্রুয়ারি মাসের নিম্নতল অর্থাৎ ৭ হাজারে আসতে পারে। তা বলে সেই নিম্ন অবস্থানের জন্য অপেক্ষা না করে এখন থেকেই সুযোগ মতো নিচে থাকা ভালো শেয়ার কিনে নেওয়া উচিত। কোন জায়গা থেকে বাজারের মোড় ঘুরবে তা তো আর বলা যায় না। কোনও বিশেষজ্ঞই সেটা বলতে পারেন না। এটা মাথায় রেখে এগনো উচিত সাধারণ লগ্নিকারীদের যে ভারতের বাজার দীর্ঘমেয়াদের জন্য দারুণ সম্ভাবনাময় এবং বিভিন্ন সুযোগে তাতে লগ্নি করা আবশ্যিক। আগামী চার–ছয় মাস ডামাডোল থাকলেও তা কেটে যখন বাজার ওপরের দিকে উঠবে তখন কিন্তু আপশোস না করতে হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ ডিসেম্বর – ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভাল ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ব বহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। কমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও হতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। আয় ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না তেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোন শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভাল হবে। সন্তান বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার স্নেহ ভালবাসায় লাভবান হবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে

পঞ্চায়েতে ১৬৪ অডিট ও অ্যাকাউন্টস অফিসার

গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়ের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন বিভিন্ন পঞ্চায়েত দফতরে কাজের জন্য 'পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার' পদে ১৬৪ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। রাজ্য বা, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন বা, এআইসিটিই'র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১–১–২০১৬'র হিসাবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্মতারিখ হতে হবে ২–১–১৯৮৪ বা, তারপর। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর ও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকাও গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য ভাতা পাবেন। শূন্যপদ : ১৬৪টি (জেনারেল ৮৪, তফশিলী জাতি ৩৬, তফশিলী উপজাতি ১০, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ১৭, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ১২, প্রতিবন্ধী ৫)। প্রার্থী বাছাই করবে 'পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন'। '২০১৬ সালের পঞ্চায়েত অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার (স্পেশাল) পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে ফেব্রুয়ারিতে, কলকাতায়। ৪৫০ নম্বরের ডেসক্রিপটিভ টাইপের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয় : (১) বাংলা/সাঁওতালি কম্পোজিশন ৫০ নম্বর। সময় দেড় ঘন্টা। (২) ইংলিশ কম্পোজিশন ৫০ নম্বর। সময় দেড় ঘন্টা। (৩) জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স – ৫০ নম্বর। সময় দেড় ঘন্টা। (৪) বিজনেস ম্যাথমেটিক্স – ১০০ নম্বর। সময় ৩ ঘন্টা। (৫) অ্যাকাউন্ট্যান্সি – ১০০ নম্বর। সময় ৩ ঘন্টা। (৬) অডিটিং – ৫০ নম্বর। সময় দেড় ঘন্টা। (৭) ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স। ৫০ নম্বর। সময় দেড় ঘন্টা। সফল হলে পার্সোন্যালিটি টেস্ট। বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.pscwb.org.in এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : ২৩/২০১৬।

দরখাস্ত করবেন শুধুমাত্র অনলাইনে, ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.pscw-bonline.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জেপিইজি ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কেবি'র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডিপিআই'তে।

প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে 'One Time Registration' এ ক্লিক করতে হবে। তখন একটি ফর্ম পাবেন। আগে যাঁরা পিএসসি'র কোনও দরখাস্ত অনলাইনে করার জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, তাঁদের নতুন করে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। ওই ফর্মের সব কলাম ঠিকভাবে পূরণ করবেন। এবার 'Register Button' এ ক্লিক করলে পরের পেজে যেতে পারবেন। তখন যে তথ্য দিয়ে ফর্ম পূরণ করেছেন, সেগুলি পাবেন ও ডাউনলোড করে নেবেন। সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন ফর্ম একবারই ডাউনলোড করতে পারবেন। ফর্ম ডাউনলোড করার সময় 'Back Button' এ ক্লিক করলে ওই রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি আবার মডিফাই করতে পারবেন। কিন্তু 'Confirm Button' এ ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এই আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রার্থীরা নিজস্ব ই–মেল আইডিতেও পাবেন।

যাঁরা প্রথম 'One Time Registration' করে আইডি ও পাসওয়ার্ড পেয়েছেন, তাঁরা আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে 'Log in'এ গিয়ে ক্লিক করলে ৬টি ট্যাব পাবেন।

এবার স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে নেবেন। তখন Submit করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১৬০ (তফশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা দিতে হবে ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ড কিংবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে। এছাড়াও টাকা অফলাইনে দিতে পারবেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চালানে। টাকা জমা দিতে পারবেন ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

বিনাখরচায় কৃষি ব্যবসায় ট্রেনিং

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্টেট অ্যাগ্রিকালচারাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এক্সটেনশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচারাল ট্রেনিং সেন্টারের অধিকর্তা মানস ঘোষ জানান, 'কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ে ছোটখাটো ব্যবসা করতে চাইলে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রকের 'অ্যাগ্র–ক্লিনিক অফ অ্যাগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই ট্রেনিং দেওয়া হয়। ২ মাসের আবাসিক ট্রেনিং। কৃষি ও কৃষিসংক্রান্ত বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স, কিংবা বৃত্তিমূলক শাখায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের অন্তত ১ বছর পরে এই প্রকল্পে ট্রেনিংয়ের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। সারা বছর ধরে দরখাস্ত জমা নেওয়া হয়। প্রার্থী বাছাই হয় ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। নতুন ব্যাচের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হবে ৩ ডিসেম্বর। প্রতি ব্যাচে ৩০ থেকে ৩৫ জন করে ট্রেনিং দেওয়া হয়। কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত ছোটখাটো ব্যবসার জন্য প্রকল্প তৈরি, বাজার, বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে টেকনিক্যাল নো–হাউ জানানো হয়। ট্রেনিং প্রাপ্তরা কৃষি বিষয়ক ব্যবসার জন্য ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। প্রশিক্ষিতরা অ্যাগ্রিক্লিনিক খুলে নির্ধারিত ফি'র মাধ্যমে চাষিদের চাষবাস পরামর্শ দিতে পারেন। এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে ৫০% উদ্যোমীরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। এই ট্রেনিংয়ের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.sometime.org । তাছাড়া এই ওয়েবসাইটে নির্ধারিত ফর্মও পাবেন। হাতে–হাতেও ফর্ম জমা দিতে পারেন নিচের ঠিকানায়। যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায় : স্টেট অ্যাগ্রিকালচারাল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এক্সটেনশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচারাল ট্রেনিং সেন্টার, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা–৭০০১০৩। দরকারে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : (০৩৩)২৪৭৭–০৭১৫।

শব্দবার্তা ৮

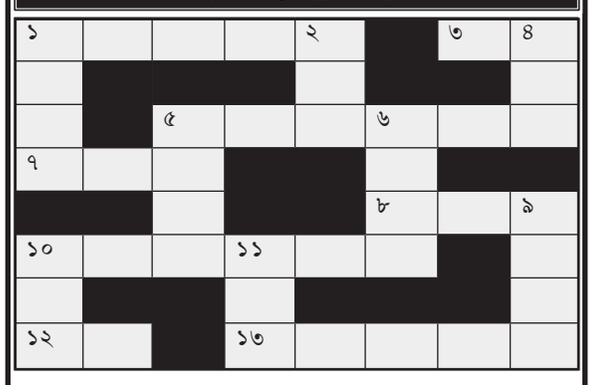

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। এক হাতে নাড়ু নিয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে বালক শ্রীকৃষ্ণ ৩। বাসকারী ৫। অপমৃত্যুর ক্ষেত্রে শব ব্যবচ্ছেদ করে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান ৭। লোটা — ৮। ওষুধ ১০। রাজসভায় যাঁরা রাজাকে পরামর্শ দেন ১২। বক্তৃতাকারী ১৩। আবরণ উন্মোচন।

উপর–নীচ

১। রাষ্ট্রের সদস্য ২। লভ্য, পাওনা ৪। শেষ সীমা ৫। যে মাসে শুভকর্ম নিষিদ্ধ ৬। তলা ফুটো হয়ে যাওয়া ৯। আম জনতা ১০। এদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, পদবি গান্ধী, শব্দার্থে পদ্ম ১১। নদী বা জলাশয়ে বিসর্জন।

সমাধান : শব্দবার্তা ৭

পাশাপাশি : ১। মিরকাশিম ৪ গতাসু ৬। অনসূয়া ৭ তালশাঁস ৮। নিধুবন ১০। কণ্ঠগত ১২। সম্ভাব ১৩। জলকপাট।

উপর–নীচ : ১। মিথুন ২। কালিয়া ৩। মগডাল ৫ সুসমাহিত ৬। অমনিবাস ৯। বজবজ ১০। কনক ১১। গবেট।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

জখম পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দুষ্কৃতীদের আক্রমণে জখম তৃণমূলের হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েত সদস্য আয়ুব আলি শেখ। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার ভলেয়া গ্রামে। গত ২ ডিসেম্বর বাড়ির উঠোনে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনি। হঠাৎ কয়েকজন দুষ্কৃতী তার বাড়ি ঢুকে বেধড়ক মারধর করে চম্পট দেয়। আয়ুব বর্তমানে মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অঞ্চল সভাপতি সিরাজ ঘরামি বলেন এটা সিপিএমের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের কাজ। পুলিশী তদন্ত চলছে। এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি।

রক্তাক্ত গৃহবধূ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোমবার দুপুরে ব্রিজের উপর পড়ে থাকা এক গৃহবধূকে উদ্ধার করল সিভিক পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার মাতলা ব্রিজ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এক গৃহবধূ অচৈতন্য অবস্থায় মাতলা ব্রিজের মাঝখানে দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকলেও নিত্যযাত্রীরা কেউই তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। ক্যানিং থানার সিভিক পুলিশ সমীর বিশ্বাস, লোকনাথ দাস ও প্রশান্ত সরকার বাসস্ট্যান্ডে ডিউটি করার সময় নিত্যযাত্রীদের মুখে শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায়। রক্তাক্ত গৃহবধূকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও কোনও যানবাহন এগিয়ে আসেনি। অবশেষে একটি ভ্যানে করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি তাকে করে। প্রায় ৫০০ টাকার ওষুধও নিজেদের পকেট থেকে কিনে দেয় তারা। এদিকে জখম গৃহবধূর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে আইসিইউতে ভর্তি করে। ঘটনাস্থলে আসে ক্যানিং থানার পুলিশ বাহিনী। এখনও অচৈতন্য থাকায় গৃহবধূর পরিচয় পাওয়া যায়নি। উপরের ছবিতে প্রকাশিত এই তিনজন সিভিক পুলিশের মানবিক মুখ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় স্থানীয় মানুষজন।

পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কনভেনার আব্দুল মান্নান গাজীর গোষ্ঠী এবং বাসন্তীর যুব তৃণমূল নেতা আমানুল্লা মোল্লার গোষ্ঠীর মধ্যে গোলমাল শুরু হয়। গত ৫ ডিসেম্বর রাত থেকে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। চলে ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলি। শেষমেশ পরিস্থিতি সামাল দিতে এসডিপিও ক্যানিং ধ্রুব দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে আমানুল্লা বাহিনীর লোকজন গুলি চালায় বলে অভিযোগ। সামান্য সময়ের হেরফের হওয়ার জন্য রক্ষা পান এসডিপিও ধ্রুব দাস। এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে চলে লাঠি এবং তল্লাশি। উল্লেখ্য কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গঠন নিয়ে ঝামলোর সূত্রপাত। বেশ কিছুদিন আগে প্রধান ছিলেন বুলা নাসরিন। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যরা। আমানুল্লার স্ত্রী বুলা নাসরিন প্রধান থাকাকালীন স্বজন পোষণ ও বিভিন্ন দুর্নীতি করেছেন বলে অনাস্থা আনেন। পরে প্রধান নির্বাচিত হন সাবানা সরদার। এই অপসারণের বিরুদ্ধে বুলা নাসরিন আদালতের দ্বারস্থ হল। আদালত (হাইকোর্ট) পুনরায় বুলা নাসরিনকে প্রধান পদ ফিরিয়ে দেওয়ার রায় দেন। হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে আব্দুল মান্নান গাজীর অনুগামী সাবানা সরদাররা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যান। সোমবার ডিভিশন বেঞ্চ সাবানাকে প্রধান হিসাবে বহাল করার রায় দেন। এরপর শুরু হয় দুপক্ষের লড়াই। ব্যাপক বোমাবাজীতে দুইজন আহত হন। আহতদের বাসন্তী ব্লক হাসপাতাল এবং ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এলাকায় ব্যাপক চাপা উত্তেজনা থাকায় বসেছে পুলিশ পিকেট এবং চলছে টহল।

পাশে দাঁড়াল গ্রামবাসী

বিশ্বজিৎ পাল, ঝড়খালি : মঙ্গলবার রাতে এক অসুস্থ বৃদ্ধাকে গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করল। অসুস্থ বৃদ্ধার নাম সুজাতা সেন। বৃদ্ধার বাড়ি কোচবিহারে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ঝড়খালি কোস্টাল থানার পার্বতীপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কোচবিহার জেলার বিবেকানন্দ গ্রামের বাসিন্দা সুজাতা সেন বেশ কিছুদিন ধরে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বৃদ্ধার পায়ের একটি ক্ষত থেকে পচন ধরে পোকা হয়ে যায়। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন রাস্তার ধারে শুয়ে। গ্রামবাসীরা ঝড়খালির প্রধান দিলীপ মন্ডলের দ্বারস্থ হয়। তিনি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিলে বৃদ্ধাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।

জোরদার নার্সিংহোম অভিযান

মেহেবুব গাজি

ডায়মন্ড হারবার

নার্সিংহোম থেকে শিশু পাচারের ঘটনা সামনে আসার পর দেরিতে হলেও ডায়মন্ড হারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমা এলাকার বেআইনি নার্সিংহোমগুলোর উপর কড়া নজরদারি শুরু করল স্বাস্থ্য দফতর ও জেলা পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। শনিবার বিকেলে মগরাহাট ১ নম্বর ব্লকের উস্তি ও শিরাকোল এলাকার নার্সিংহোমগুলোতে পুলিশ–প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্য দফতর যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রদীপ রায়, বিডিও আলোক মৌলিক ও উস্তি থানার ওসি আবু হাসান। উস্তি বাজারে পারফেক্ট নার্সিংহোমে তল্লাশি অভিযানের সময় একাধিক বেনিয়ম ধরা পড়ে। তার উপর কোনও বৈধ্য কাগজপত্র ও রেজিস্টার খাতা না পাওয়ায় নার্সিংহোমটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি ওই নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন আলেমা বিবি নামে এক গৃহবধূকে উদ্ধার করে মগরাহাট ব্লক হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা। গত রবিবার গর্ভপাত করাতে গিয়ে শিশুর মৃত্যু হয়েছিল বলে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বধূ ও তার পরিবারকে জানিয়েছিল। কিন্তু মৃত শিশুর দেহ দেখানো হয়নি পরিবারের লোকজনদের। বধূর স্বামী আকবর শেখের অভিযোগ, 'গর্ভপাতের পর মৃত্যু হয়েছে বলে গল্প ফেঁদে সদ্যজাত শিশুকে পাচার করে দিয়েছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। তা না হলে মৃত শিশুকে কেন আমাদের দেখানো হল না। নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য দফতর ও পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।' লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে শিশু পাচারের মামলা রজু করে পুলিশ নার্সিংহোমের মালিক ডাঃ আলি হোসেন সর্দারের খোঁজ শুরু করেছে। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর ধরে নার্সিংহোমে মোটা টাকার বিনিময়ে বেআইনী ভাবে গর্ভপাত ও ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ চলত। এই নার্সিংহোমের সঙ্গে স্বাস্থ্য দফতরের একাংশ ও চিকিৎসকেরাও যুক্ত রয়েছে। তাদেরকেও খুঁজে বার করে আইনত ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। উস্তি বাজারের পারফেক্ট নার্সিংহোমের মালিক আলি হোসেন সর্দার তল্লাশি অভিযানের আগাম খবর পেয়ে নার্সিংহোম ছেড়ে পালিয়ে যান। এমন কি নার্সিংহোমে ভর্তি অন্যান্য রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হলেও আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি এক গৃহবধূকে তখনও সরাতে পারেনি। এরই মধ্যে আচমকা নার্সিংহোমে ঢুকে যায় আধিকারিকেরা। তল্লাশি অভিযানে তারা দেখতে পান দোতলা এই নার্সিংহোমে ১৪টি ঘরের মধ্যে ১০টি অপরিচ্ছন্ন ঘরে প্রায় ঠাসাঠাসি করে ৫০টি বেড রাখা রয়েছে। একটি ঘরে মজুত করা হয়েছে প্রচুর ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ও স্যালাইনের বোতল। এমনকি বেডগুলোর চাদরে লেগে রয়েছে রক্তের দাগ। এতদিন বৈধ কোনও কাগজপত্র ছাড়া কিভাবে নার্সিংহোমটি চলছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে খোদ জেলা স্বাস্থ্য দফতরের অন্দরে। ডায়মন্ড হারবার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নার্সিংহোমটির বিরুদ্ধে ক্লিনিক্যাল এসট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্টে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অন্যদিকে রবিবার বিকেলে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের সামনে সুন্দরবন ডায়গনেস্টিক সেন্টার দুটিতে আচমকা তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। বৈধ কাগজপত্র দেখানে তা পারায় দুটি ডায়গনেস্টিক সেন্টার আপাতত তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে দুটি ডায়গনেস্টিক সেন্টারের মালিককে বৈধ কাগজপত্র দেখানোর জন্য সময় দেওয়া হয়েছে। বৈধ কাগজপত্র না পেলে একেবারেই সিল করে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও কাকদ্বীপের পাঁচ নম্বর হাটে সোনালি নার্সিংহোম সিল করে দেওয়া হয়েছে। আর জুমাইনস্কর হাটের মা দুর্গা নার্সিংহোমের নথি ও রেজিস্টার সিজ করা হয়েছে। পাঁচ নম্বর হাটের নার্সিংহোমটি দীর্ঘদিন ধরে তালা বন্ধ হয়ে পড়েছিল। কাকদ্বীপ মহকুমা শাসক রাহুল নাথ জানান, 'ডায়গনেস্টিক সেন্টার ও নার্সিংহোমগুলোতে একাধিক বেনিয়ম পাওয়া গিয়েছে। যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বেনিয়মের অভিযোগে সাময়িক বন্ধ হল ২টি নার্সিংহোম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : একাধিক বেনিয়মের অভিযোগে এবার সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল ডায়মন্ডহারবারের ২টি নার্সিংহোমকে। ওই দুই নার্সিংহোমে ভর্তি রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তর করা

হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে রেজিস্টার। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে নোটিশ ধরানো হয়েছে। সোমবার বেলা ২টো নাগাদ ডায়মন্ডহারবারে জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক আধিকারিক অভিযান করেন। ছিলেন দমকলের আধিকারিক ও পুলিশ। আধিকারিকরা প্রথমে যান স্থানীয় পারুলিয়ার মরিয়ম নার্সিংহোমে। এই নার্সিংহোমের লাইসেন্স দীর্ঘদিন নবীকরণ করা হয়নি। এছাড়া আগুন নেভানোর উপকরণগুলি মেয়াদ উত্তীর্ণ। এই বেনিয়ম ধরা পড়ায় আপাতত নার্সিংহোমটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন আধিকারিকরা। এই নার্সিংহোমে ৩ জন রোগী ছিলেন। তাঁদেরকে জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। পাশাপাশি রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই নার্সিংহোমটি পরিচালনা করেন আশিস মাইতি।

এরপর আধিকারিকরা যান স্টেশন মোড়ের কাছে জমিরুদ্দিন নার্সিংহোমে। এই নার্সিংহোমেরও লাইসেন্স দীর্ঘদিন নবীকরণ হয়নি। অনুমোদনের বেশি রোগী ভর্তি ছিল এই নার্সিংহোমে। এদের রেজিস্টারেও একাধিক বেনিয়ম ধরা পড়ে। ভর্তি রোগীর নাম নেই রেজিস্টারে। এই নার্সিংহোমের অপারেশন থিয়েটারও ঘুরে দেখেন আধিকারিকরা। কিন্তু একাধিক বেনিয়ম ধরা পড়ে। এখানকার দুটি দরজা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আধিকারিকরা। এটিকেও সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল। এখানে ভর্তি রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তর করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করেছে প্রশাসন।

অভিযান শেষে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জরুরি বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠক থেকে আগামী দিনের রূপরেখা তৈরি হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযানে বেশ কিছু অনিয়ম ধরা পড়েছে। ২টি নার্সিংহোম সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় নথি তৈরি হলেই আবার খোলা যাবে নার্সিংহোম দুটি।'

২৫টি নার্সিংহোমে রোগী ভর্তির নিষেধাজ্ঞা

স্বাস্থ্য দফতরের সারপ্রাইজ ভিজিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : শিশু পাচারের ঘটনায় ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে। জেলার বিভিন্ন হোম ও নার্সিংহোমগুলোতে জেলা স্বাস্থ্য দফতর এবং সমাজকল্যাণ আধিকারিকরা সারপ্রাইজ ভিজিট শুরু করেছেন। জোকার গ্রিন পার্ক মিলেনিয়াম বৃদ্ধাবাস ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কো–অর্ডিনেটর বাসন্তী চক্রবর্তী আবাসিক হোম চালাতেন। পূর্বাশা মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ১০টি সদ্যজাত শিশু উদ্ধারের পর তদন্তে নেমে সিআইডি বাসন্তী চক্রবর্তীর নাম পায়। পরবর্তী কালে এদের যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় জেলা জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে।

সূত্রের খবর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা নার্সিংহোমের সঙ্গেও শিশুপাচারকারীদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। এইসব নার্সিংহোমে নজরদারিও সেভাবে হয়না জেলা স্বাস্থ্য দফতর থেকে। সম্প্রতি শিশুপাচারের ঘটনায় রাজ্য–রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রীও পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতরকে সতর্ক করে দেন। গত শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহকারী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সাগরিকা কুমার, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় এবং পুলিশ আধিকারিকরা আলিপুর সদরের বিভিন্ন নার্সিংহোমের পরিকাঠামো ও ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। নোদাখালী থানা এলাকার নার্সিংহোমকে এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে নার্সিংহোমের পরিকাঠামোগত উন্নতি করতে। না হলে লাইসেন্স বাতিল করা হবে। দি বিড়লাপুর নার্সিংহোমেও নানা ত্রুটি ধরা পড়েছে। ওই নার্সিংহোমটিকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডোঙারিয়ার মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের পরিচালন ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা সন্তুষ্ট হয়েছেন।

জেলার অন্যত্রও অভিযান চলছে। জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুন রায় বলেন, জেলায় প্রায় ৩৪২টি নার্সিংহোম আছে। সর্বত্রই নজরদারি চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে। ইতিমধ্যেই ২৫টি নার্সিংহোমকে সতর্ক করা হয়েছে। আপাতত সেখানে রোগী ভর্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। নার্সিংহোম চালাতে গেলে যেসব বৈধ কাগজপত্র লাগে তা অনেকেরই নেই। নার্সিংহোমে যে ধরনের কর্মী সংখ্যা এবং ডাক্তারবাবু থাকা দরকার সেগুলোও অপ্রতুল। নার্সিংহোমের পরিকাঠামো এবং পরিষেবার গুনমান নিয়েও নজরদারি চালানো হচ্ছে। নার্সিংহোমে প্রসব হলে তার পূর্ণাঙ্গ রেজিস্টার খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাউথ ২৪ পরগনা নার্সিংহোম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ জাহিরুল ইসলাম এই প্রসঙ্গে বলেন, দেখুন যদি কোনও নার্সিংহোম অবৈধ কাজ করে, তাহলে তার শাস্তি হোক। জেলা স্বাস্থ্য দফতর বিভিন্ন নার্সিংহোমে ভিজিট করছে এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে এই পুলিশ নিয়ে অভিযান আমাদের ভাল লাগছে না। কারণ প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত অনেক নার্সিংহোমের সামনে কৌতূহলী জনতা ভিড় জমাচ্ছেন। আমরা এই ব্যাপারে স্বাস্থ্যভবনকে সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠি দেব। সেই সঙ্গে জেলা স্বাস্থ্য দফতরকেও জানাব। আমরা চাই মাঝে মধ্যেই এ ধরনের অভিযান চলুক। অন্যায়কারীদের উপযুক্ত শাস্তির আমরাও দাবি করছি।

সিল করা হল পলিক্লিনিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা : ডায়মন্ড হারবারের স্বাস্থ্য আধিকারিকরা লাগাতার বেআইনি নার্সিংহোম, ডায়গনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। বুধবার কাকদ্বীপের উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নেতৃত্বে অভিযানে ছিলেন পাথরপ্রতিমার বিডিও শক্তি বরা ও ব্লক মেডিকেল অফিসার কৃষ্ণেন্দু রায়। এদিন অভিযান শুরু হয় রামগঙ্গার সুন্দরবন নার্সিংহোম দিয়ে। পরে একে একে আধিকারিকরা যান মা সারদা মেটারনিটি নার্সিংহোম ও মাতৃমঙ্গল সেবা কেন্দ্রে। এই নার্সিংহোমগুলি রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনাতে রোগীর চিকিৎসা করে। আধিকারিকরা বেশ কিছু অনিয়ম পায় এই নার্সিংহোমগুলিতে। তারা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে ১৫ দিন সময় দিয়েছেন সমস্ত নথি সম্পূর্ণ করতে। না করতে পারলে নার্সিংহোমগুলি সিল করে দেওয়া হবে বলে আধিকারিকরা জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর স্থানীয় ধ্রুববাজারে বিকাশ গায়েনের একটি পলিক্লিনিক সিল করে দেন আধিকারিকরা। এখানে বেআইনিভাবে রোগী ভর্তি রাখা হত বলে জানা যায়। সমগ্র জেলা জুড়ে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে এই নজরদারি আগেভাগে করলে অবস্থা এতো খারাপ হত না হলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।

হাতুড়ে ডাক্তারের চেম্বারে সিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগর : মঙ্গলবার দুপুরে কাকদ্বীপের সাগরের একাধিক নার্সিংহোম, ডায়গনস্টিক সেন্টারের পাশাপাশি দুই হাতুড়ে ডাক্তারের চেম্বার সিল করে দিল স্বাস্থ্য দফতর। এদিনের অভিযানের নেতৃত্ব দেন কাকদ্বীপের উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধকারিক রাজর্ষি দাস, বিডিও অনির্বাণ বোস, ব্লক মেডিক্যাল অফিসার পরিমল ডাকুয়া ও স্থানীয় থানার ওসি গৌতম সাহা। স্থানীয় হরিণবাড়ি ও কচুবেড়িয়াতে হাতুড়ে ডাক্তার প্রভাস মাইতি ও গোবিন্দ মন্ডল রোগীদের ভর্তি করে চিকিৎসা করতেন বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল। এদিন আধিকারিকরা গিয়ে দেখেন চেম্বারগুলিতে বেশ কয়েকজন ভর্তি আছেন। কিন্তু কোনও অনুমতি ছাড়া কি করে রোগীর ভর্তি আছে তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নি হাতুড়ে ডাক্তাররা। দুটি চেম্বারই সিল করে দেন আধিকারিকরা।

এরপর আধিকারিকরা যান স্থানীয় আইল্যান্ড নার্সিংহোমে। এই নার্সিংহোমের অপারেশন থিয়েটারে নানারকম বেনিয়ম চোখে পড়ে তাদের। এছাড়া নার্সিংহোমের পরিবেশও স্বাস্থ্যসম্মত নয় বলে জানিয়ে দেন তারা। এই নার্সিংহোমের অপারেশন থিয়েটারও সিল করে দেওয়া হয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সাগরে অভিযানে দুই হাতুড়ে ডাক্তারের চেম্বার সহ একাধিক ডায়গনস্টিক সেন্টার সিল করে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযান জেলায় লাগাতার চলবে।'

মহানগরে

রাজ্য পঞ্চম স্থানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদির অন্যতম উচ্চাকাঙ্খী প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা' শুরু হওয়ার প্রথম ছ'মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে বিপিএল (বিলো পভার্টি লাইন) পরিবারের ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার মহিলা উপভোক্তাকে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাসের (লিক্যুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস) নয়া সংযোগ দেওয়া হয়েছে। দেশের যে পাঁচটি রাজ্যে প্রথম

উজ্জ্বলা যোজনায়

ছ'মাসের এই প্রকল্পের আওতায় সব থেকে বেশি নয়া রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

প্রথমস্থানে উত্তর প্রদেশ (৩৪ লক্ষ ৫৫ হাজার সংযোগ), দ্বিতীয় স্থানে মধ্য প্রদেশ (১৩ লক্ষ ৩২ হাজার সংযোগ)। তৃতীয় স্থানে রাজস্থান (১২ লক্ষ ৯৪ হাজার সংযোগ) আর চতুর্থ স্থানে বিহার (১০ লক্ষ ৩৪ হাজার সংযোগ)। প্রকল্পের অধিকাংশ উপভোক্তাই সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির বিশেষ করে তফশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ।

বকেয়া নিয়ে জোর সংশয়

বরুণ মন্ডল

সূত্রের খবর, নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের পর নভেম্বরে কলকাতা পুরসভায় সম্পত্তি কর, ট্রেড লাইসেন্স ফিজ, বিল্ডিং স্যাঙ্কশন ফিজ (নির্মাণ অনুমোদন মাশুল) বাবদ বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা পুর কোষাগারে জমা পড়েছে। গত ১০–২৪ নভেম্বর বিকেল পর্যন্ত ১৫ দিনে পুরসভার কোষাগারে জমা পড়ে ৭৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, এখানে অর্থমন্ত্রকের না কী নির্দেশিকা ছিল ৫০০–১০০০ টাকা নোটে কেবল মাত্র কারেন্ট ট্যাক্স (বর্তমান বছরের সম্পত্তি কর) নেওয়ার। যদিও বাস্তবে অনেকে বহু দিনের বকেয়া ও অগ্রিম হিসেবে লক্ষ লক্ষ টাকা নগদে জমা দিয়েছে। এবং তা পুর 'সাসপেন্স হেডে' সেই টাকা জমা পড়েছে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটে লেনদেনের বৈধতা ৮ নভেম্বর মধ্যরাত ১২টার পর থেকে বাতিল বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে। তবে এর পাশাপাশি, পরবর্তী প্রথম ৭২ ঘন্টার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কিছু লেনদেনের ক্ষেত্রে পুরনো নোটে রেহাই বা সুবিধাদানের কথাও ঘোষণা করা হয়। জনসাধারণের কষ্ট ও অসুবিধা কিছুটা লাঘব করার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার এই সুবিধাদানের কথা ঘোষণা করে।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে পেশ করা আবেদন ও প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রেহাইয়ের তালিকায় আরও কিছু কিছু লেনদেনকে নিয়ে আসা হয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে পাওয়া আবেদনগুলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, এ সমস্ত সুযোগসুবিধাদানের বিষয়গুলি ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। পূর্ব ঘোষিত রেহাই ও সুবিধাদানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংশোধন বা সংযোজন করা হয়েছিল তাতেই ছিল : 'উপযোগিতা বা কার্যকারিতা সম্পর্কিত পরিষেবার বিল মেটানোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষ ও গৃহস্থ পরিবারগুলিকে তাঁদের বর্তমান বিল বা বকেয়া বিলের অর্থ মেটানোর ক্ষেত্রে এই সুবিধাদানের বিষয়টি সম্প্রসারিত করা হয়েছে। তবে, অগ্রিম বিল মেটানোর ক্ষেত্রে এই সুবিধা দেওয়া হবে না।

কেন্দ্রীয় বাজেট: এক বিবৃতি পৃথক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৭–'১৮ অর্থবর্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বাজেটের সঙ্গে রেল বাজেটকে মিলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। দু'টি বাজেট একসঙ্গে পেশ করা সত্ত্বেও একটি পৃথক দফতর হিসেবে রেল মন্ত্রকের কাজ আগের মতোই অক্ষুন্ন থাকবে এবং রেলের জন্য পৃথকভাবে একটি বাজেট বিবৃতি এবং অনুমোদন ও বরাদ্দের বিষয়গুলি স্থির করা হবে। রেলের মূলধনী ব্যয়ের কিছুটা অংশ অর্থমন্ত্রকের থেকে পাওয়া যাবে। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সহায় সম্পদ তোলার কাজ আগের মতোই অব্যাহত রাখতে পারবে রেল কর্তৃপক্ষ।

প্যান নম্বর বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আয়কর দফতর লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছু ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করেছে, যেখানে প্যান (পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার) উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। ১৯৯৮–এর পয়লা নভম্বর এই ক্ষেত্রগুলিতে ১৯৬২–র আয়কর আইনের ১১৪–বি ধারাতে অন্তর্ভুক্ত করা। বর্তমান সময় আইনের ১৪৪–বি ধারায় অন্তর্ভুক্ত যেসব ব্যাঙ্ক লেনদেনের তালিকায় 'প্যান' নম্বর উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক সেগুলি হল— (১) কোনও একদিনে ৫০ হাজার টাকার অধিক টাকা কোনও ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরে জমা করলে। (২) কোনও একদিনে ব্যাঙ্ক থেকে 'ব্যাঙ্ক ড্রাফট' অথবা 'পে অর্ডার' অথবা 'ব্যাঙ্কার্স চেক' কেনার জন্য ৫০ হাজার টাকার ওপরে দেওয়া হলে। (৩) যে কোনও ব্যাঙ্ক অথবা

ডাকঘরে মেয়াদি জমার জন্য। (৪) মেয়াদি জমা অথবা 'জন ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট' অথবা 'সাধারণ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট' বাদে অন্য কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য। দৈনিক ৫০ হাজার টাকার অধিক ব্যাঙ্ক লেনদেনের ক্ষেত্রে 'প্যান নম্বর' উল্লেখ করার বর্তমান শর্তগুলির সঙ্গে চলতি অর্থবর্ষের ৯ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা জমা দেওয়ার সময়েও বাধ্যতামূলকভাবে 'প্যান নম্বর' উল্লেখ করতে হবে। এই নিয়মগুলি মান্য করার জন্য যেসব ব্যক্তির 'প্যান নম্বর' প্রয়োজন হবে তাঁরা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে উপযুক্ত নথিপত্র সহ এনএসডিএল–এর কাছে আবেদন করতে পারবেন। এই আবেদন করার জন্য এনএসডিএল সাইটের লিঙ্ক এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী আয়কর দফতরের ওয়েবসাইট www.incometaxindia.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, আয়কর দফতর এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৫ কোটি 'প্যান কার্ড' ইস্যু করেছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ১০ ডিসেম্বর – ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৬

চার্জশিটে নাম ভ্যানিশ

জাদুকররা মঞ্চে তাদের যেসব খেলা উপস্থাপন করেন তাতে উচ্চমানের জাদু হিসেবে বিবেচিত হয় ভ্যানিশ করার খেল। খুব বড় মাপের জাদুকররা অবলীলাক্রমে এই 'জাদু কা খেল' দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রেও আনুগত্য পালটানোর পুরস্কার হিসেবে অভিযুক্তর তালিকা থেকে ভ্যানিশ হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের অন্য প্রান্ত নয় খোদ আমাদের রাজ্যেও সম্প্রতি এমন এক 'নাম ভ্যানিশ' এর ঘটনা ঘটেছে। যা নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা চিকিৎসক নেতা মানস রঞ্জন ভুঁইয়াকে গত বিধানসভা ভোটের আগে দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস–সিপিএম জোট বাধার বিরোধিতা করতে। আব্দুল মান্নান, অধীর চৌধুরীদের এই সিপিএমের হাত ধরার 'অপচেষ্টা'র বিরুদ্ধে মানসবাবু সরব হয়েছিলেন একেবারে দলের সহসভাপতি রাহুল গান্ধির কাছে। পরে অবশ্য দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে এই মানসই সবথেকে বেশি 'বিপ্লবী' হয়ে উঠে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রকে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করে দেন। এতেই ক্ষান্ত না থেকে বিভিন্ন সভায় কমরেডদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে হাজির হচ্ছিলেন তিনি, এবং যথারীতি তুলোধনা করছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন সরকারের।

এই প্রেক্ষাপটে হঠাৎ করেই তাঁর কেন্দ্র সবংয়ের এক তৃণমূল কর্মী জয়দেব জানা খুনের মামলায় নাম জড়ায় মানসের। জয়দেব জানার প্রতিবেশি জয়দেব মেটিয়ার দায়ের করা এফআইআর–এ নাম ছিল মানস ভুঁইয়া, তার ভাই বিকাশ ভুঁইয়া এবং ঘনিষ্ঠ নেতা অমল পণ্ডার। এমনকী জেলার পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষ তখন বলেন এদের খুঁজে পাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। সেই মানসবাবু যখন একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে তৃণমূলে যোগ দেন তখন রাজনৈতিক মহলে আলোচনা হয়েছিল নিশ্চয়ই এর পুরস্কার পাবেন তিনি। বলাবাহুল্য, সেই পুরস্কারই হয়তো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের জয়দেব জানা খুনের মামলায় আদালতে জমা দেওয়া চার্জশিটে মানস ভুঁইয়ার নাম না থাকা। বলা চলে এই খুনের মামলা থেকে বেমালুম রেহাই পেয়ে গেলেন তিনি। যে ভদ্রলোকের এফআইআর–এ মানসবাবুর নাম ছিল সেই তিনিই অর্থাৎ জয়দেব মেটিয়া বিচারপতিকে জানিয়ে দিলেন, চার্জশিটে এই চিকিৎসক নেতার নাম থাকলে তার কোনো আপত্তি নেই। হঠাৎ করে জয়দেব মেটিয়ার এই ভোলবদলও অনেক প্রশ্নের অবতারণা করছে। তবে যেটা সাফ বোঝা যাচ্ছে তা হল এদেশে যারা রাজনীতি করেন তাদের ক্ষমতাই আলাদা। চার্জশিটে নাম ভ্যানিশ তা হলে আর বড় কি।

অমৃত কথা

রাজশরীর সাধারণ শরীরের ন্যায় নহে, তাহাতে অশৌচাদি দোষ স্পর্শে না, অনেক দেশে সে শরীরের মৃত্যু হয় না। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রাজদারাগণও এই ভাব হইতে সর্বতোভাবে লোকলোচনে সাক্ষাতে আবরিত। কাজেই পর্ণকুটিরের স্থানে অট্টালিকার সমুত্থান, গ্রাম্যকোলাহলের পরিবর্তে মধুর কৌশলকলাবিশিষ্ট সঙ্গীতের ধরাতলে আগমন। সুরম্য আরাম, উপবন, মনোমোহন আলেখ্যনিচয়, ভাস্কর্য–রত্নাবলী, সুকুমার কৌষেয়াদি বস্ত্র শনৈঃ পদসঞ্চারে প্রাকৃতিক কানন জঙ্গল স্থুল বেশভূষাদির স্থান অধিকার করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী পরিশ্রমবহুল কৃষিকার্য ত্যাগ করিয়া অল্পশ্রসমাধ্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করিল। গ্রামের গৌরব লুপ্ত হইল। নগরের আবির্ভাব হইল।

ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজগণ অন্তে অরণ্যাশ্রয়ী হইয়া অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে। সে বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা–উপনিষদ, গীতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে প্রচারিত। এস্থানেও ভারতে পৌরোহিত্য ও রাজন্যশক্তিদ্বয়ের বিষম কলহ। কর্মকাণ্ডে বিলোপে পুরোহিতের বৃত্তিনাশ, কাজেই স্বভাবতঃ সর্বকালের সর্বদেশের পুরোহিত প্রাচীন রাজনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর, অপর দিকে শাপ ও চাপ উভয়হস্ত জনকাদি ক্ষত্রিয়কুল, সে বিষম দ্বন্দ্বের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পুরোহিত যে প্রকার সর্ববিদ্যা কেন্দ্রীভূত করিতে সচেষ্ট, রাজা সেই প্রকার সকল পার্থিব শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে যত্নবান। উভয়েরই উপকার আছে। উভয় বস্তুই সময় বিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যক, কিন্তু সে কেবল সমাজের শৈশবাবস্থায়। যৌবন পূর্ণদেহ সমাজকে বালোপযোগী বস্ত্রে বলপূর্বক আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে, হয় সমাজ স্বীয় তেজে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হয় এবং যথায় তাহা করিতে অক্ষম, সেথায় ধীরে ধীরে পুনর্বার অসভ্যাবস্থায় পরিণত হয়।

রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারা তাঁহার শিশু সন্তান। প্রজাদের সর্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত এবং রাজা সর্বদা নিরপেক্ষ হইয়া আপন ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু যে নীতি গৃহে গৃহে প্রয়োজিত, তাহা সমগ্র দেশেও প্রচার। সমাজ গৃহের সমষ্টিমাত্র। প্রাপ্তে তুষোড়শে বর্ষে যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত।

ফেসবুক বার্তা

মুক্তির মন্দিরে সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান। ৮ নভেম্বর রাইটার্স অভিযানের অপরাধে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছিল উপরের তিন বিপ্লবি বিনয়–বাদল–দীনেশের তিনটি তাজা প্রাণকে। ভারত মায়ের মুক্তির জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন এঁরা। হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করেছেন দেশের মানুষকে স্বাধীনতা দেবেন বলে। বলিদান দিবসে এই তিন মহান আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা সমগ্র ভারতবাসীর।

পথপার্শ্বে, ঝোপে–জঙ্গলে মানব শিশুর 'হরির লুঠ' আমাদেরই ঘনীভূত পাপ

নির্মল গোস্বামী

নোট কান্ডের ডামাডোলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শিশু পাচারের খবর সংবেদনশীল মানুষকে একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। এই শিশু পাচারের জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার সঙ্গে সমাজের কোন স্তরের মানুষেরা জড়িত তা জেনে আমরা অনেকেই হতবাক হয়ে যাই। অনেকেই আলোচনায় বলছেন যে নিজেদের এখন মানুষ পরিচয় দিতে লজ্জা পাই। আমাদের থেকে পশুরা অনেক ভাল। তাদের কোনও লুকনো মনোবৃত্তি তাকে না। বাঘ–সিংহ হিংস্র জন্তু। তাই তাদের মধ্যে আমরা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারি না কখনও। কিন্তু যারা মানুষের সমাজে নেক্সট টু গড হিসাবে বর্ণিত চিহ্নিত সমাজে বন্ধু, সেই ডাক্তারবাবুদের নিঃসংশয় আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও গত নেই এবং এতো দিন পর্যন্ত সে কাজ আমরা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে করে এসেছি। আজ কিছু ডাক্তারবাবুদের লোভ আমাদের সেই বিশ্বাসের ভিতটাই নাড়িয়ে দিয়ে গেল এটাই সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির দিক।

এর আগে আমরা শুনেছি কিডনি পাচার চক্রের কথা। তবে আমাদের রাজ্য তেমন ব্যাপক পরিসরে চক্রের কথা শোনা যায়নি। কিন্তু সদ্যোজাত শিশু চুরি ও বিক্রির এতো বড় সক্রিয় চক্র যা হয়তো অন্য রাজ্যেও বিস্তার লাভ করে ছিল তা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন? এর আগে কী আমাদের রাজ্যে নারী–শিশু পাচারের মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি? নিশ্চয়ই ঘটেছে এবং আজও ঘটে চলেছে। শুধুমাত্র শিলিগুড়িতে গত পুজোর পর থেকে আজ পর্যন্ত যত নারী নিখোঁজের ডায়েরি হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। কিন্তু আজও এক হাজার নারীর কোন হদিশ করতে পারেনি পুলিশ। এই নারী শিশু পাচার চক্রের সঙ্গে যারা জড়িত থাকে তাদের জাত আলাদা। তাদের শিক্ষাদীক্ষা আর্থ সামাজিক অবস্থা আলাদা। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ নারী পুরুষ অপরাধী হিসাবে সমাজে চিহ্নিত। যেমন চোরকে চুরি করতে দেখলে আমরা অবাক হই না, সাবধান হই। কিন্তু কোনও গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে যদি চুরি করতে দেখি তখনই আহত হই তখনই আমাদের বিবেক যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে। এ ক্ষেত্রে অনেকটা সেই রকমের অভিঘাত হয়েছে সমাজে।

মানুষকে যা ভাবাচ্ছে তা হল কেন এমন হল? পশ্চিমে বসে তো এ জিনিস হবার কথা নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের 'গড় মানবিকতা' বাকি 'ভারতবাসীর গড়' মানবিকতার থেকে একটু বেশি ছিল। রামমোহনের হাত ধরে ভারতবর্ষের রেনেসাঁ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এই বাংলা থেকেই। তারপর বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, শিবনাথ প্রভৃতি মনীষী মানবতার রথকে দ্রুত তালে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এর ধারাবাহিকতার পথ বেয়ে রাজনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত বিজ্ঞান সাধনা প্রভৃতি ক্ষেত্রের চরম বিকাশ ঘটেছে এই বাংলার বুকে, পরে তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। মানবতার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রে এবং কর্মে আমাদের দীক্ষিত করে গিয়েছেন তাঁরা। আবার এই বাংলায় যেমন বুর্জোয়া মানবতাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার চর্চা হয়েছিল তেমনই সর্বহারা সংস্কৃতির প্রয়োগের ব্যাপক অনুশীলনও শুরু হয়েছিল এই বাংলাতে। বামপন্থী তথা কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং দীর্ঘদিন রাজ্যে বামপন্থী শাসন তার উদাহরণ। এই ঐতিহাসিক কারণের জন্যই দাবি করা হয় যে বাঙালির মানবিকতা আর সকলের থেকে একটু বেশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই কদিন যেভাবে রাস্তার ঝোপে ঝাড়ে, শহরের রাস্তায়, ট্রেনের কামরায় মানব শিশু 'হরিরলুঠ' হচ্ছে তাতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বোধহয় লজ্জায় মুখ ঢাকছে অন্তরীক্ষে।

যাইহোক উক্ত ঘটনাকে

আমাদের লজ্জাজনক বললে ভুল বলা হবে। আসলে এ হল আমাদের ঘনীভূত পাপ। একটু একটু করে সঞ্চিত পাপ জমাতে জমাতে আমরা পাপের পাহাড়ের চূড়োয় বসে আছি। কখন, কীভাবে এই পাপের সঞ্চয় শুরু হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বোঝা বা জানা সম্ভব নয়। তবে একটু গভীরে যদি যাওয়া যায় তাহলে বিষয়টা না বোঝার মত নয়।

আমরা জানি যে অবয়বে মানুষে মানুষে কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে চিন্তায়। একজন মানুষ হচ্ছে 'চিন্তার সমষ্টি'। আমরা যখন মানুষ তৈরির কথা বলি তখন মানুষের চিন্তা স্রোতকে মানবতার অভিমুখে ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা বলি। দেহজ সুখ ও ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা তাড়িত সাধারণ মানুষ। মানব সেবা, মানব কল্যাণ, 'বহুজন হিতায় চ' এইসকল চিন্তা সমষ্টি মানুষের মস্তিষ্কে জমাট বাঁধনে তারই আত্মসুখকে অবহেলা করার যুক্তি খুঁজে পায় এবং তার কর্ম ধারাকে প্রবাহিত করে সেই পথে। এইভাবে যুগে যুগে শাসন এবং উৎপাদন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে ন্যায়–অন্যায় নীতি নৈতিকতা বোধ। আমরা বলতে পারি মানবতার পক্ষে যা তা ন্যায় এবং মানবতার বিপক্ষে যা তা অন্যায়। যেহেতু আমরা সমাজবদ্ধ জীব তাই আজ যা ব্যক্তি চিন্তা কাল তা সামাজিক চিন্তায় পর্যবসিত হয়। আমি আজ একটা অন্যায় করলাম ভাবলাম আর কি ক্ষতি? কিন্তু আমার অজান্তে সেই অন্যায় কাজের পক্ষে যে চিন্তা উদ্ভূত হল তা সমাজের অন্য জনের চিন্তাকে প্রভাবিত করল। এইভাবে এক একটা অন্যায় কাজের চিন্তা স্রোত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হয় সমাজে।

আধুনিক সমাজ পরিচালিত হচ্ছে রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে। আর রাজ্য শাসনের ভর যাদের হাতে তারাই আমাদের অভিভাবক। সেই অভিভাবকের কাজ কর্মটি ন্যায় গণতান্ত্রিক পথে পরিচালিত হচ্ছে? সেখানে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি, অন্যায় কে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সেই চিন্তা স্রোতে কি সমাজের বাকি অংশের মানুষ প্রভাবিত হয় না? কিছু দিন আগে আমরা দেখলাম পূর্ণ বয়স্ক মানুষ, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটা দলের এমএলএ ,পুর সদস্য, পঞ্চায়েত সদস্যরা নিজেরা বিক্রি হয়ে গেল শাসকদলের কাছে। একটা দলের পক্ষে কথা বলে, তার সিম্বলে জিতে অন্য দলে চলে যাওয়াটা অন্যায় নয়? গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী নয়? তাহলে সেই সময় সমাজ কতটা প্রতিবাদী হয়েছিল? এই যে অন্যায় অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দেওয়া হল অর্থাৎ অন্যায় চিন্তাকে সমাজ আত্মস্থ করল। তারই ধারাবাহিকতার ফল হল শিশু বিক্রি। ফলে শিশু বিক্রি নিয়ে এতো চেঁচামেচি করার কিছু নেই। অবশ্য আইন তার শাস্তি দেবে। শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হোক এটা সবারই কাম্য। যাতে অন্য কেউ এই অন্যায়ের পথে পা বাড়াতে না পারে।

কিন্তু সমাজের সমষ্টিগত চিন্তার বদল চাই। অন্যায় চিন্তার প্রবাহের উৎস যেহেতু বর্তমান রাজনীতি তাই অনৈতিক যে কোনও কাজকে দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদ করতে হবে। শিশু কেনার খরিদ্দার আছে তাই অপরাধ এতো বেড়েছে। তেমনি যারা এমএলএ কেনাবেচা করে তারাও ওই একই অপরাধী। এমএলএ–রা জানে বাজার চড়া আছে তাই তারা বিক্রি হওয়ার ফিকির খোঁজে। যদি মার্কেট না থাকত তাহলে তাদের দাম কানাকড়িও হতো না। বিক্রিত হওয়ার চিন্তাও মনে আসত না। অন্যায় চিন্তায় আমরা সকলেই আচ্ছন্ন হয়ে আছি। সমাজের কোন স্তরের মানুষ কাকে পণ্য করবে তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই। আমরা সমাজের বিভিন্ন পদাধিকারী মানুষ, আমাদের সামাজিক পরিচয়ে আমাদের বাইরেটা চেনা যায়। কিন্তু ভিতরটা দৈন্যতায় ভরা। সুযোগ পেলেই সে নিশ্চয়তা পাওয়া সহজলভ্য হয় এই জন্যই যে আমরা সবাই চোর মানসিকতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। মূল্যবোধ সবই চুরি হয়ে গিয়েছে। সুতরাং 'আমরা যাত্রী একই তরণীর''। যে লোকের বাড়িতে সিঁদ কেটে চুরি করে তাকে আমার চোর বলে জানি। কিন্তু গৃহস্থের বাড়ির অর্গল খোলা পেলেই আমরা ঢুকে পড়ি। আমরা দরজা ভেঙে ঢুকি না খোলা পেলে ঢুকি। দুই চোরের চিন্তার কোনও ফারাক আছে কি? সমাজটা আজ তেমনি হয়ে গিয়েছে। শিশু বিক্রি এর একটা নিদর্শন মাত্র।

চাঁদে দিলাম পা না খেয়ে মর'গে যা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

বাজারের থলে টেবিলের ওপর রেখে জগা চা খাচ্ছিল। ওর চেহারাটা একটু পরিশ্রান্ত লাগছিল।

বললাম— কি রে, তোর চেহারাটা অমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?

জগা বলল— আর বলবেন না দাদা, গতকাল আমাদের পাড়ার একটি ছেলের খুব বমি পায়খানা হচ্ছিল, ওকে নিয়ে বাঙুর হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে সিট নেই। ছেলেটাকে অন্য একটা রোগীর সঙ্গে শুইয়ে রাখল। বোঝ অবস্থা দাদা, দুটো রোগী একসঙ্গে। এক্কেবারে অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। তার ওপর গরিব ঘরের ছেলে। নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। এখন তো হয় – মেডিক্লেম, নয়তো লাখো লাখো টাকা থাকতে হবে, নতুবা বিনা চিকিৎসায় মারা যাও। আগামী দিন আরও খারাপ আসছে দাদা, তুমি কি বলো?

আমি মুচকি হাসলাম। তারপর বললাম— তুই কি জানিস জগা, বিজ্ঞান এখন এমন জায়গায় গিয়েছে যে, তুই টয়লেটে ঢুকে বেসিনের নিচে হাত পাতলেই জল পড়তে থাকবে, আবার হাত সরিয়ে নিলেই জল বন্ধ হয়ে যাবে, একেবারে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। এই যখন অবস্থা, তখন রাজস্থান, গুজরাট সহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় গ্রামীণ মহিলারা জল আনতে যায় মাইলকে মাইল পথ ভেঙে। তারপর ধর তুই ঘরে ঢুকে তুড়ি মারলেই আলো জ্বলে উঠবে, সুইচও টিপতে হবে না, এতো আধুনিক ব্যবস্থা, অথচ ভারতের হাজার হাজার গ্রামের মানুষকে এখনও কুপি বা হ্যারিকেনে অন্ধকার দূর করতে হয়। বিজ্ঞান এখন এমন আবিষ্কার করেছে যে, দরজার আর তালা খোলার প্রয়োজন হয়না, আলিবাবার— ''খুল যা সিমসিম'' –এর মতো দরজার সামনেই দাঁড়ালেই দরজা আপনাআপনি খুলে যায়, অথচ এই সময় ভারতবর্ষের লাখো লাখো মানুষের মাথার সামান্য ছাদটুকুও নেই।

আরও আছে জগা, বিজ্ঞানের দৌলতে এখন টয়লেট শোবার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া, বাথরুমে ঢুকে সুইচ টিপলেই ফ্ল্যাশ হয়ে অনর্গল

জল পড়তে থাকবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের এখনও শৌচালয় নেই। তারা মাঠে–ঘাটে প্রাতকৃত্য সারে। ভারত সরকার কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে শৌচালয় তৈরির জন্য উৎসাহিত করছে।

শুনে রাখ জগা, বিশ্বের ৬৩০ কোটি মানুষের একজনেরও না খেয়ে মরার কথা নয়, একজনেরও বিনা চিকিৎসায় মরার কথা নয়, এবং একটি পরিবারকেও গৃহহীন হয়ে থাকার কথা নয়, বিজ্ঞানের এমন অভূতপূর্ব উন্নতি থাকা সত্ত্বেও কেন এমন হচ্ছে। আমরা দাবি করি সমগ্র পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। তথাপি কেন জল নেই, আলো নেই, গৃহ নেই, মাথার ওপর ছাদ নেই। ক্যানসারের মতো কঠিন চিকিৎসাও এখন অনেক সহজলভ্য। ক্যানসার বাদে অন্য যে কোন রোগ এখন চিকিৎসকরা আরামদায়ক ভাবে সারিয়ে তোলার ক্ষমতা রাখেন বিজ্ঞানের দৌলতে। অথচ সামান্য পেট–খারাপ বমি পায়খানা হলে হাসপাতালে সিট পাওয়া যায় না।

তুই একটু আগে বললি না যে মেডিক্লেম বা লাখো লাখো টাকা থাকলে চিকিৎসা সম্ভব নতুবা নয়। তার মানে চিকিৎসা এখন একদম সহজলভ্য। সমস্যাটা হচ্ছে পরিষেবা পাওয়া নিয়ে।

আমেরিকা–জাপানে মাত্র চার ঘন্টায় একটা দেড়তলা কাঠের বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হয়। টাকা পেমেন্ট করে ক্রেতা কোনও রেস্তোরাঁয় বসে চা বা কফি খেতে থাকবেন, ততক্ষণে ক্রেতার বাড়ি তৈরি হয়ে যাবে। ভাবতেও অবাক লাগে! বিজ্ঞান যখন এমন সুযোগ–সুবিধা দিয়েছে তখন আমাদের এমন দৈন্যদশা কেন? যখন একজন কৃত্রিম লোহার পা লাগিয়ে অলিম্পিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন, তখন আমাদের বাঙুর হাসপাতালে ভাঙা হাত বা পা জুড়তে একমাস দুমাসের আগে সময় পাওয়া যায় না, তাও আবার ত্রুটি যুক্ত ভাবে, ভাঙা হাত–পা জোড়া লাগানো হচ্ছে। কেন এমন ছন্নছাড়া অবস্থা। যে দেশে হাজার হাজার গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সামান্য এক্স–রে মেশিন থাকেনা, বা থাকলেও অপারেটর নেই, সে দেশে ৫৮ হাজার কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র কেনাটা কোন যুক্তিতে খাটে, সেটা বুঝে পাই না রে জগা।

ধর, চাঁদে মানুষের পদার্পণ এক যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু চাঁদের আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞানীরা কি এমন পেল, যার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কোন সমস্যার সুরাহা সম্ভব হল? তথ্য বলে, চাঁদে বিজ্ঞানীদের পদার্পণের আগে এবং পরে মিলিয়ে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে, সেই অর্থে একটা গোটা রাজ্যের দশ বছরের বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব।

বর্তমানে মঙ্গল গ্রহের নানা খোঁজ খবরের জন্য বিজ্ঞানী এবং যন্ত্র ও আনুষাঙ্গিক পরিষেবার জন্য নানা দেশে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে।

জগা মাঝে ফোড়ন কেটে বলল— তা বলে কি বিজ্ঞানীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে?

আমি একটু উষ্মার সঙ্গে বললাম— শোন পরের কথা শুনে ঝাল খাবি না। ধর মঙ্গলগ্রহ আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দারুণ দারুণ সব আবিষ্কার করল। সেই আবিষ্কারের ফল ভোগ করবে কারা? যাদের লাখো লাখো টাকা আছে। যাদের কোটি কোটি টাকা আছে তারা সমস্ত উন্নয়নের সুফল ভোগ করবে। একমাত্র যুদ্ধাস্ত্রের উন্নয়ন হলে তার ফল ভোগ করবে আপামর জন সাধারণ। কারণ বোমারু বিমান বোমা ফেললে সেই দেশের বা রাজ্যের সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বাকি অন্যান্য যে কোন বিজ্ঞানের সুফল কতিপয় মানুষ ভোগ করবে এবং করে আসছে। অথচ হিসাব মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী যে উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা পান, দেশের একজন সাধারণ শ্রমজীবী, দুঃস্থ মানুষেরও সেই পরিষেবা পাওয়া উচিত। সুতরাং এখন প্রয়োজন আবিষ্কার নয়, বরং আবিষ্কারের সুফল যাতে সকলে পায়, তার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

পাঠকের কলমে

লেখককে ধন্যবাদ

আমার বয়স ৭১। সুদীর্ঘকাল ধরে আলিপুর বার্তার লেখা পড়ে আসছি। বর্তমান ৫১ বর্ষের ৫ সংখ্যার প্রধান খবরের শিরোনামা 'দুর্নীতির টুইন টাওয়ারে স্বচ্ছতার ধাক্কা' নিবন্ধটি পাঠ করে আমি অতীব মুগ্ধ হয়েছি। শারীরিক দিক দিয়ে আমি বর্তমানে অসুস্থ। খুব বেশিদিন বাঁচব না। তবে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে এই নিবন্ধটি পাঠ করে আমার যেন পরমায়ুর বহর কিছুটা বেড়ে গেল। লেখক ওঁকার মিত্রকে ধন্যবাদ। এই নিবন্ধটি পাঠ করে মনে হল প্রয়াত তরুণ গুহর অশরীরি আত্মা বোধহয় লেখকের হাত দিয়ে নিবন্ধটি লিখিয়েছে। তরুণ বাবুর প্রতিটি লেখাই কালজয়ী। যুক্তিগ্রাহ্য অসাধারণ সাহসিকতায় ভর করে তিনি যে সব লেখা পাঠক সমাজেক দিয়ে গিয়েছেন তা ভোলবার নয়। ভেবেছিলাম তাঁর অবর্তমানে আর তাঁর মতো লেখা আলিপুর বার্তায় পাব না।

কিন্তু এই লেখাটি পড়ে মনে হল তরুণ বাবুর অশরীরি আত্মা এখনও আলিপুর বার্তার সঙ্গ ছাড়ে নি। এই তরুণ গুহই এক কালে ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গেশ্বর হবেন। তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বাস্তবে রূপ পেয়েছে তবে তিনি বঙ্গেশ্বর হয়ে নানা ভাল কাজের সাথে যে সারদা–নারদার কালো জলে কেলেঙ্কারী কালি সারা গায়ে মাখলেন তাতে তরুণবাবুর অশরীরি আত্মা নিশ্চয় বিষাদ মগ্ন। তরুণ বাবু ছিলেন দেশভক্ত। মমতা দেবীকে ভেবেছিলাম যে তিনি ও ষোল আনা দেশভক্ত হয়ে দেশের অন্যতম দেশপ্রেমিক হিসাবে আগামী দিনের ইতিহাসে স্থান করে নেবেন। কিন্তু একটা বিরাট সুযোগ পেয়েও তিনি ইতিহাসের পাতায় সে স্থান আর দখল করতে পারলেন না অন্য পাঁচটার পচা গলা নেতার মত তিনিও অর্থের লোভ সামলাতে পারলেন।

বাইরে যতই দেশপ্রেমের রামাবলী গায়ে দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান না কেন প্রতিটি মানুষই তাঁকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। সামনে যারা তোষামোদের আতর মেখে মমতা দেবীকে দিদি দিদি সম্বোধন করেন— অন্তরে তাদের যে একরাশ ঘৃণা রয়ে গিয়েছে, এটা মমতা দেবীর বোঝার মত ক্ষমতা নেই। আলোচিত নিবন্ধটি গূঢ়তম অংশে সে ঘৃণার প্রতিধ্বনির ছবি ফুটে উঠেছে। মমতা দেবী যদি সত্যি সততার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে চান তবে তিনি নিজেকে একটু সংশোধন করার চেষ্টা করুন। নিজেকে সংশোধন করার এখনও সময় আছে, দেরী করলে দুর্নীতির কালো জলে মিশে যাবেন। মমতা দিদিকে তরুণ বাবু মনে প্রাণে ভালবাসতেন। তবে যে মমতাকে চাইতেন তা পাওয়া গেল না— এটা আমার জীবনের শেষ বয়সের একটা বড় দুঃখ, লেখককে অসংখ্য আশীর্বাদ জানাই।

দুর্গাদাস সরকার, টালিগঞ্জ

কালোবাজারিদের থাপ্পড়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক ঢিলে সব রকমের কালোবাজারীদের থাপ্পড় মেরেছেন। এটা তাঁর ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। নেহেরুর আমলে শুধু কথার ফুলঝুরি শুনতাম। শুনতাম নেহেরুজি দেশ থেকে কালোবাজারীদের সম্পূর্ণ উৎখাত করবেন। ল্যাম্প পোস্টে দুর্নীতিগ্রস্তদের বেঁধে পেটাবেন। কিন্তু ওটা ছিল কথার ছলনা। মোদিজির আগে সব প্রধানমন্ত্রীই দুর্নীতি দমন করে স্বচ্ছ দেশ গড়ার স্বপ্নের সওদা বিলিয়ে দেশবাসীকে আশার ছলনে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাদেরকে রসাতলের শেষ সীমায় নিয়ে এসেছেন। টাকা তুলতে গিয়ে ব্যাঙ্কের বা এটিএমের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে বহু মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? মোদিজি শেষে মৃত্যু ঘন্টায় কষাঘাত করে নতুন প্রাণের বীজ বপন করেছেন। এই কষাঘাত যাদের পিঠে পড়েছে তারা প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে।

সুশান্ত রায়, যাদবপুর

বীরভূম এক্সপ্রেস

আক্রান্ত প্রতিবাদী বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ির সামনে মদ খাওয়ার পর অশ্রাব্য অশ্লীল গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হয় এক গৃহবধূ। এটি কাঁকুটিয়া গ্রামের ঘটনা। আক্রান্ত গৃহবধূর নাম হেনা বিবি। অভিযুক্ত শেখ সাহেব। হেনা বিবি, স্বামী সফিউদ্দিন, ছেলে মোবিনকে প্রচন্ড মারধর করে সাহেব। তারা তিনজন সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি। অভিযুক্ত শেখ সাহেব পলাতক।

মাদকসমেত ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ময়ূরাক্ষী লজ থেকে ৬২৫ গ্রাম হেরোইন সমেত তিন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল। সাবির মোল্লা, সাবির খান সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বাড়ি ভাদুলিয়া গ্রামে।

জেলায় দলবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় দলবদল চলছেই। ২০ নভেম্বর ময়ূরেশ্বর–১ ব্লকে বিজেপি থেকে কংগ্রেসে যোগ দেয় বেশ কিছু কর্মী সমর্থক। তাদের হাতে পতাকা তুলে দেন কংগ্রেস নেতা সৈয়দ কাপাস জোদ্দা। এছাড়াও তৃণমূলে যোগ দেন প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক মোতাহার হোসেনের মেয়ে তথা মুরারই ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস সদস্য নাজিরা বেগম। নাজিরার ভাই চিকিৎসক মোশারাফ হোসেনও তৃণমূলে যোগ দেয়।

সাইকেল র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বীরভূম জেলার সিউড়ি, রামপুরহাট সহ বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে সচেতন করার জন্য সাইকেল র‍্যালি হয়। সিউড়ি জেলা স্কুল মাঠ থেকে শুরু হয় সাইকেল র‍্যালি। পথের চারপাশ রঙিন বেলুন দিয়ে সুদৃশ্যভাবে সাজানো হয়। সারাবছর ধরে চলবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ ও সিউড়ি বিজ্ঞানসভার যৌথ উদ্যোগে ও ওষুধ সংস্থা 'সিপলা'–র সহযোগিতায় স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি কালীগতি স্মৃতি নারী শিক্ষা নিকেতনের 'শকুন্তলা হলে'। শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি বিজ্ঞানসভার সম্পাদক শুভাশিস গড়াই, সভাপতি ডঃ বিশ্বনাথ দে, সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের সম্পাদক কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ দেবাশিস পাল, সভাপতি শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্বপন মন্ডল। প্রোজেক্টের মাধ্যমে তথ্যচিত্র দেখানো হয়। প্রত্যেককে বুকলেট দেওয়া হয়।

আক্রান্ত বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির ডেপুটেশনে যাওয়ার অপরাধে বীরভূমের মাখড়া গ্রামে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি কর্মী ছাচু বাউরির গোয়ালঘরে আগুন লাগিয়ে অভিযুক্ত শাসকদল। বিজেপি সমর্থক কাজল, ময়না, ফুলমণি, মানিক বাউড়িরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসেছে গ্রামে।

ভরসন্ধ্যায় ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভর সন্ধ্যায় ডাকাতিতে বাধা দিতে গিয়ে তলোয়ারের ঘায়ে আহত এক সবজি ব্যবসায়ী। ১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ দুবরাজপুর রামসীতা মন্দিরের ব্যবসায়ী রূপক দে–র বাড়ির ঘটনা। কলিংবেল বাজিয়ে গামছা দিয়ে মুখ ঢাকা একদল ডাকাত একঘন্টা তান্ডব চালায়। সোনার গহনা ও টাকা নিয়ে পালায় তারা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রূপক দুর্গাপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। বেশ কিছুদিন ধরে বাড়ির উপর নজর লাগাচ্ছিল ডাকাত দল। মাঝে মধ্যে তারা দরজা ধাক্কা দিত বলে দাবি পরিবারের। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চায়ের দোকানে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাঁওতা : গত ২ ডিসেম্বর সকালে বীরভূম জেলার সাঁওতা গ্রামের চা দোকানে বসে থাকার সময় খুব কাছ থেকে গুলি করে নৃশংসভাবে খুন করা হয় তৃণমূল নেতা সামসুল হোদা ওরফে ফুলুকে। ফুলু স্থানীয় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি। বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে সে মারা যায়। ফুলুর স্ত্রী আমিতুল্লা বিবি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা। দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন মৃতের স্ত্রী। বিরোধীদের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে এই খুন। ফুলু প্রাক্তন বিধায়ক গদাধর হাজরার অনুগামী বলে পরিচিত।

'মুক্ত শৌচহীন' পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বীরভূম জেলার ৫৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে 'মুক্ত শৌচহীন পঞ্চায়েত' হিসাবে ঘোষণা করা হল। পঞ্চায়েতের প্রধানদের হাতে মানপত্র ও ২৫ হাজার করে টাকা তুলে দেওয়া হয়। বীরভূম জেলার সব পঞ্চায়েত হবে 'মুক্ত শৌচহীন' পঞ্চায়েত বলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের প্রথম স্বচ্ছ বা নির্মল জেলা হিসাবে নদিয়া জেলা আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজ্যের আরও পাঁচটি জেলাতে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাকি জেলাগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। ৫০০, ১০০০ টাকার নোট বাতিল ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বীরভূম জেলায় প্রথম দফায় ৫৩টি, দ্বিতীয় দফায় ৪৮টি, তৃতীয় দফায় পরের বছর ৩১ডিসেম্বরের মধ্যে বাকি ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে 'মুক্ত শৌচহীন' গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে ঘোষণা করা হবে। গত ৩ বছর আগে প্রশাসনের সাহায্যে 'নির্মল বীরভূম' নাটক করে 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'। তারপর বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে নাটকের মাধ্যমে বাড়িতে শৌচাগার থাকার গুরুত্ব বুঝিয়ে সংস্কৃতি বাহিনী 'নির্মল বীরভূম' গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। দেড়িয়াপুর উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় 'লাভপুর সংস্কৃতি বাহিনী'র কর্মকর্তা।

শ্রমিকদের দুর্দশা কাটছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন্ধ হয়ে গেল উত্তর ২৪ পরগনার আগরপাড়া প্রিয়া বিস্কুটের কারখানা। নতুন করে বেকার হয়ে পড়লেন প্রায় আটশো কর্মী। উৎপাদন ঠিক মতো হচ্ছিল না বলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বেশ কয়েকদিন ধরেই কারখানার কর্মীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের ঝামেলা চলছিল। আর তার রেশই কারখানা বন্ধের কারণ।

এদিকে গত মঙ্গলবার হাওড়ার হনুমান জুট মিলটি বন্ধ করে দেন মিল কর্তৃপক্ষ। বহু বছরের পুরনো এই মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকার হয়ে পড়লেন ৩৫০০ শ্রমিক কর্মচারী। শ্রমিক অশান্তি এড়াতে মিলের সামনে বসানো হয়েছে কড়া পুলিশ প্রহরা। বেতন নিয়ে অসুবিধার কারণে মিলটি বন্ধ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে শ্রীরামপুরের ডেপুটি লেবার কমিশনারের সঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষের আলোচনায় শেষমেশ চার দিন পর গত ৪ ডিসেম্বর পুনরায় চালু হল শ্রীরামপুরের মাল্টি সার্ভে রোল কারখানা। স্বস্তি পেলেন ২০০ জন কর্মী।

আয়োডিন সচেতনতা শিবির

রিম্পি ঘোষ: মানব শরীরের সুষম বিকাশের জন্য যে সকল উপাদান গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে আয়োডিন একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মানবদেহে বিশেষত মহিলাদের শরীরে এই আয়োডিনের অভাবের ফলে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অসুবিধা, ওজন বৃদ্ধি পাওয়া, কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, গলগন্ড রোগ হওয়া, অবসন্নতা আসা, গায়ের চামড়া ব্যাঙের চামড়ার মতো হয়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। আয়োডিনের অভাবে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে গর্ভবতী মায়েদের গর্ভস্থ সন্তান। গর্ভপাত হওয়া, মৃত গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম দেওয়া, ক্রেটিন (জড়বুদ্ধি সম্পন্ন সন্তান) জন্ম হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে আয়োডিনের অভাবে।

এই আয়োডিনের অভাবজনিত রোগের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি চুঁচুড়ায় জাতীয় আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ–২ ডাঃ অরবিন্দ তন্ত্রী জানান, একজন মানুষের শরীরে দৈনিক প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আয়োডিন প্রয়োজন। এর জন্য আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে। কিন্তু ভূমিক্ষয়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূগর্ভে আয়োডিনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। সারা রাজ্যে প্রায় ৪০% থেকে ৫০% মানুষ এই আয়োডিনের অভাবজনিত রোগে ভুগছে। শরীরে আয়োডিনের অভাব দূর করার জন্য ফুলকপি ও বাধাকপি ছাড়াও সবরকম সবজি খাওয়া যেতে পারে। সারা রাজ্যের আটটি জেলাতে মানবদেহে আয়োডিন পরীক্ষার কিট রয়েছে। ভবিষ্যতে হুগলি জেলাতেও 'আশা' কর্মীদের মাধ্যমে এই কিট পাওয়া যাবে বলে জানান অরবিন্দবাবু।

ঘাসও ফেলনা নয়, শেখালো শিবির

চলছে প্রশিক্ষণ শিবির। ইনসেটে উলু ঘাষ। ছবি : পিআইবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রাম বাংলার মাঠে ঘাটে উলু ঘাস আমাদের বহু পরিচিত। এবার গ্রুপ ফর রুরাল অলটারনেটিভ মুভমেন্ট ট্রাস্ট নামে এক বেসরকারি সংস্থা জানাল এই ঘাসের ব্যবহার বহুরকম। নদী বাঁধ ধরে রাখতে, ওষুধ তৈরিতে, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণে দারুণ কার্যকরী এই অবহেলিত ঘাস।

এমনকি এই ঘাস দিয়ে তৈরি করা যায় দারুণ সব হস্তশিল্প। এর ফলে এই ঘাসই হয়ে উঠতে পারে গ্রামবাংলার জীবিকার মাধ্যম। এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিল এই সংস্থা। পুদুচেরি থেকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে গেলেন প্রশিক্ষক মিঃ আনাথন। বারুইপুরের পরিবার জ্যোতি ট্রেনিং সেন্টারে জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্ধমান এবং হুগলির হস্তশিল্পীদের নিয়ে সম্প্রতি হয়ে গেল দুদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবির। উপস্থিত ছিলেন পিআইবি কলকাতার অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (এম অ্যান্ড সি) দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, ন্যাশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান্ট বোর্ডের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ললিত নারায়ণ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শিবিরে অংশগ্রহণকারীরা এরফলে উপকৃত হন।

মহানিষ্ক্রমণের ৭৫ বছর

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতর গত ৫ ও ৬ ডিসেম্বর নেতাজির মহানিষ্ক্রমণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রাজ্যস্তরের মূল অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজে। ২০টি জেলার প্রায় ২৫০ জন প্রতিযোগী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ক্যুইজ, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, অঙ্কন, রচনা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কলেজ স্তরের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। নেতাজির মহানিষ্ক্রমণ বিষয়ে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। মূল বক্তা ছিলেন নেতাজি গবেষক আলিপুর বার্তার সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী। দু–দিন ব্যাপি প্রতিযোগিতার শেষে ফলাফল ঘোষণা করেন বিবেকানন্দ কলেজে অধ্যক্ষ ডঃ তপন কুমার পোদ্দার।

চলে গেলেন অর্ধেন্দু মাইতি

পুলককুমার বড় পণ্ডা: গত ২ ডিসেম্বর প্রয়াত হলন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অর্ধেন্দু বিকাশ মাইতি। মৃত্যুকাল তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। প্রায় ৩৫ বছর তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার বটতলা আনন্দময়ী উচ্চ বিদ্যালয়র প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এছাড়াও তিনি দীর্ঘকাল মৈতনা বালিকা বিদ্যালয়ে কখনও সম্পাদক নয় সভাপতি ছিলেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারি সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। শিশুসদন সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির সম্পাদক কিংবা সভাপতিও ছিলেন। তিনি উত্তর রামনগর সাংস্কৃতিক সংসদ, আনন্দময়ী নার্সারি বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক কিংবা সভাপতি ছিলেন বিভিন্ন সময়। এছাড়াও তিনি যুক্ত ছিলেন নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

রামনগর থানার ডান্ডা বলবনী গ্রামের এই শিক্ষক পিছিয়ে পড়া উত্তর রামনগরের সাধারণ মানুষের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকার মানুষ হারাল এক আদর্শ শিক্ষক, এক অভিভাবক এবং পরিবারের নিজের এক মানুষকে। তাঁর স্মরণে এলাকার নানা প্রতিষ্ঠান নানারকমভাবে সভার আয়োজন করছে। মৃত্যুকাল তিনি রেখে গেলেন তাঁর দুই পুত্র, চার কন্যা এবং অগুনতি অনুরাগীদর।

নির্মল পঞ্চায়েত গড়তে অভিযান

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং মহকুমায় প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষের বসবাস। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং। দিনের পর দিন এই মহকুমার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে এখানকার বেশিরভাগ মানুষজন খাটা পায়খানা অথবা ফাঁকা মাঠে শৌচ কাজ করে থাকেন। ফলে বিভিন্ন রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত হয় এরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন নতুন প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম হল নির্মল বাংলা মিশন আর আমার শৌচাগার প্রকল্প। এই কাজ চলতি মাসে শেষ হতে চলেছে। ক্যানিং–১ ব্লকে ২৩,১৯৬টি শৌচালয়ের মধ্যে ২১,২২০টি শৌচালয় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাকি শৌচালয়গুলির কাজ চলছে, এই মাসে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এই ব্লকটি শৌচালয় মুক্ত ব্লক হিসাবে পরিচিত হবে। আর এই শৌচালয়ের ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি দিতে শনিবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে ক্যানিং–১ বিডিও কিংশুক চন্দ্র, জয়েন্ট বিডিও জয়প্রকাশ মন্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস, আশাকর্মী, স্বাস্থ্য ও আইসিডিএস অঙ্গওয়াড়ি কর্মীরা ফাঁকা মাঠে বা বাইরে যাতে কেউ শৌচকাজ না করে তা পরিদর্শন করতে বেরিয়ে পড়লেন।

এদিন মাতলা–১ ও ২ পঞ্চায়েত সহ আরও বিভিন্ন এলাকা ভোর ৪টে থেকে ৭টা পর্যন্ত পরিদর্শন করেন এই দলটি। কিংশুকবাবু বলেন, শৌচালয় ব্যবহার করার জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। শৌচাগারের ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, জলবাহিত রোগের প্রতিকার এবং শিশুমৃত্যু, মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো এবং শিশুদের সুষম বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা এই প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য। যাতে সাধারণ মানুষজন শৌচালয় ব্যবহার করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। সাথে সাথে প্রত্যেককে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিষয়েও সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

সোনারপুরে তৃণমূলের মিছিল

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুর যুব তৃণমূলের ডাকে গত রবিবার দুপুর ২টোয় এক মহামিছিল শুরু হয় চাঁদমারী মাঠ থেকে। শেষ হয় হরিনাভীতে। কেন্দ্রীয় সরকারের ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তুঘলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই মিছিল। মিছিলে পা মেলালেন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় যুব তৃণমূলের সভাপতি ও ক্যানিং–এর বিধায়ক শওকত মোল্লা, জেলা পরিষদের সভাপতি কাইজার আহমেদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা আইএনটিটিইউসি–র সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল, সোনারপুর উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, জেলার যুব কার্যকরী সভাপতি পার্থ হালদার, সোনারপুর উত্তর বিধানসভার যুব সভাপতি অমিতাভ দত্ত (পাপাই), রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার পুরপ্রধান সদস্য নজরুল আলি মন্ডল প্রমুখ। কাউন্সিলরদের মধ্যে ছিলেন ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য, অমিতাভ চৌধুরী, দীপা দাস, বিভাস মুখোপাধ্যায়, প্রণবেশ মন্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যুব সহ–সভাপতি ও কাউন্সিলর সোনালী রায়, যুব সাধারণ সম্পাদক ও কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দে। এছাড়া ভাঙর, বারুইপুর ও সোনারপুর থেকে যুব তৃণমূলের হাজার হাজার সমর্থক সেদিন মিছিলে যোগ দেয়।

বাবা অম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস কল্যাণীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা :– কল্যাণী সীমান্ত স্টেশন চত্বরে এক পথসভার মাধ্যমে সংবিধান প্রণেতা ভারত রত্ন ড: ভীমরাও অম্বেদকরের ৬০তম প্রয়াণ দিবস স্থানীয় বি জে পির কল্যাণীস্থিত মন্ডলের তরফ থেকে শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়। সকালে কল্যাণীস্থিত মন্ডলের কার্যালয়ে আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং বিকালে বাবা সাহেব অম্বেদকারের জীবনের নানা কথা ও দলিত শ্রেণির স্বার্থের কথা চিন্তা করে ভারতের সংবিধানে তার যথাযথ ব্যবস্থার কথা সকলকে শ্রদ্ধার সাথে অবগত করা হয়। পথসভার চারপাশ বি জে পি র পতাকা দিয়ে মুড়ে ফেলা হয় যা এতদিন কল্যাণীতে বি জে পি র কোন সভায় লক্ষ্য করা যায়নি। পথচলতি আর কল্যাণী সীমান্ত স্টেশনে যাতায়াতের পথে অনেক মানুষ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বক্তব্য শুনেছেন। এই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী মন্ডলের সভাপতি শুকদেব মাইতি, নদিয়া জেলার সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ সরকার, জেলা সম্পাদিকা উত্তরা বারুই, নদিয়া জেলা কমিটির সদস্য সমীরণ–– সরকার, যুব সভাপতি পরিতোষ দাস, সম্পাদক বিভাস মজুমদার, বিশ্বরুপ কুলভী, তপশীল মোর্চার সভাপতি অধীর বিশ্বাস, কল্যাণী মন্ডলের সহসভাপতি চৈতন্য সরকার প্রমুখ ব্যক্তিরা। উপস্থিত বক্তারা বাবা আম্বেদকরের আদর্শের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নোট বাতিল সহ বিভিন্ন পদক্ষেপে উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন রাজ্য সরকারের নানা গাফিলতির কারণে দিকে দিকে সাধারণ মানুষ বিজেপির পতাকাতলে এসে জড় হচ্ছে।

প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য দায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে বরাহনগর দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিবাদ সভায় হাজির ছিলেন বরানগর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার উত্তম ভট্টাচার্য, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শম্পা চন্দ্র, ১ নম্বর ওয়ার্ডের টিএমসি কাউন্সিলার এবং দলের কর্মীরা। শুক্রবার বরাহনগর ডানলপ মোড়ের এই প্রতিবাদ মঞ্চে হাজির সকল বক্তারাই একযোগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের গৃহীত নীতির নিন্দা করেন। দরকারে ব্যাপকহারে প্রতিবাদ আন্দোলন করে সরকারকে এই ভ্রান্তনীতির পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য করতে হবে বলে সকল ব্যক্তিরাই উল্লেখ করেন। তবে সভায় সাধারণ মানুষের হাজিরা সেভাবে লক্ষ্য করা গেল না।

তৃণমূলকে বিঁধলেন বিজেপি নেতারা

মলয় সুর, বৈদ্যবাটী : কালো টাকা, সন্ত্রাসবাদীদের মাধ্যমে জাল টাকা ছড়িয়ে পড়া এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লক্ষ্য দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসাধু ব্যক্তিদের কোটি কোটি কালো টাকাকে ফালতু কাগজে পরিণত করা।

গত রবিবার বিকালে বৈদ্যবাটী রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় হুগলি জেলার বিজেপির প্রতিনিধিদের এক সমাবেশে রাজ্য মহিলা সভাপতি রাজকেশরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন। কেশরী আরও বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণায় দেশজুড়ে তুমুল আতঙ্ক এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন আতঙ্কিত হওয়ার কোনও দরকার নেই। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ সৎ নাগরিকদের কোনও সংকটে পড়তে দেবে না। তার জন্য এক ঝাঁক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে চন্দননগর কিষাণ মোর্চার সভাপতি প্রদীপ সমাদ্দার নোট বাতিল ইস্যুতে মোদির সরকারের সমালোচনা করায় তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতীয় সেনা সম্পর্কে এ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য দেশবিরোধী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদত জোগাবে। দেশের বীর সেনারা এখন পাকিস্তানের মদত পুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ চালাচ্ছে সীমান্তে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী সেনাকে চোর ও তোলাবাজ বলায় দেশের শত্রুদের হাত শক্ত হবে। এদিকে কালো টাকা কবজা করতে নোট বাতিলের সিদ্ধান্ততে কোনও দলই আপত্তি না করলেও একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধিতায় নেমেছেন। সবচেয়ে বেশি জেহাদ ঘোষণা করেছেন তিনি বিভিন্ন অজুহাতে। অথচ এই রাজ্য নারী পাচারের স্বর্গরাজ্য। এমন কি এই রাজ্য সদ্যোজাত শিশু পাচারচক্রের আখড়া হয়ে উঠেছে। এসব সরকারি মদত ছাড়া কখনই সম্ভব নয়। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। এই বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কিষাণ মোর্চা কমিটির সভাপতি রামকৃষ্ণ পাল, জেলার সহ–সভাপতি সুবীর নাগ, রাজ্য কমিটির মোর্চা সদস্যা দুর্গা বর্মা, লোকনাথ সাউ, সুনীল দাস ও জেলার কিষাণ মোর্চার সভাপতি সুশান্ত বাগ।

মানুবাবুর স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাগর ব্লকের উত্তর হারাধনপুর গ্রামে মঙ্গলবার শিক্ষানুরাগী, যাত্রাশিল্পী তথা সুন্দরবনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুধাংশু শেখর মাইতি ওরফে মানুবাবু ৭৫ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই সন্তান, এক কন্যা, দুই পুত্রবধূ সহ নাতি–নাতনিদের রেখে গিয়েছেন। গত ৪ ডিসেম্বর রবিবার যমুনাখালী মোড়ে বাজার কমিটির উদ্যোগে মানুবাবুর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চানন জানা। শিক্ষানুরাগী দ্বয় সুনীল কুমার দাস ও বিশভানু পাত্র, বাজার কমিটির সম্পাদক রঞ্জন কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবীদ্বয় অশ্বিনীকুমার মন্ডল ও বিভাস চন্দ্র গিরি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত স্মরণসভায় উপস্থিত থেকে প্রয়াত মানুবাবুর বর্ণময় জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

এবারের বিষয়

নারি পাচার ও তার প্রতিকার

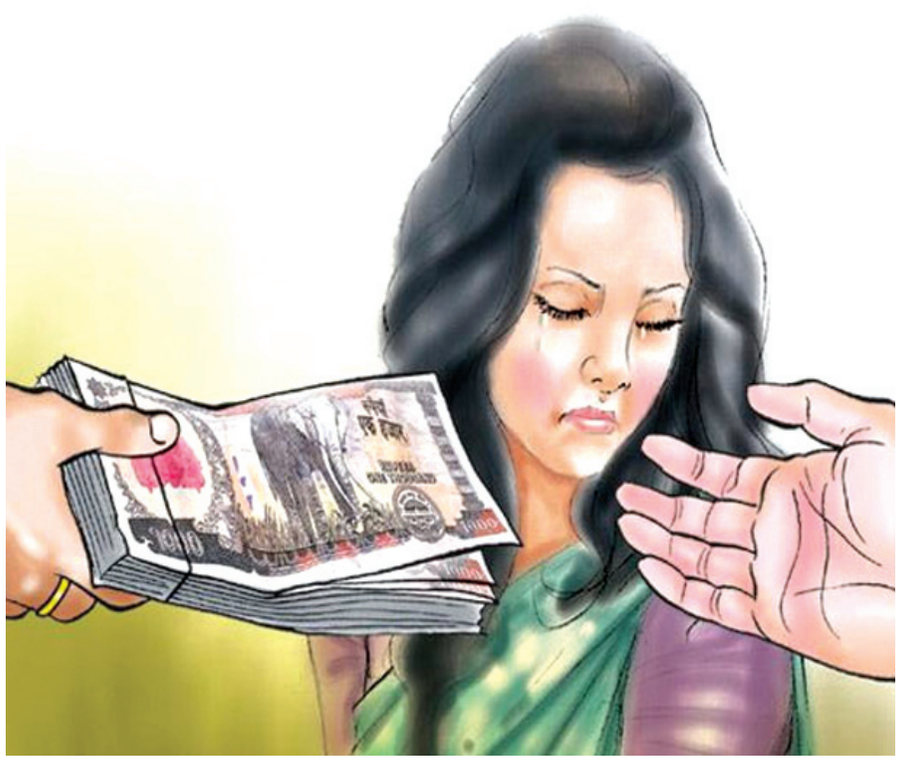

শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয় আনন্দ ধারার মধ্য দিয়ে। সেই সময় দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ কি তারা জানে না। শুধু স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, প্রাণভরা ভালবাসা, যত্ন ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে কৈশোর পেরিয়ে ওরা যৌবনে পৌঁছায় জীবনের বহু প্রতীক্ষিত এক সুন্দর পরিপূর্ণতার স্বপ্ন নিয়ে। আর তার পরেই শুরু হয় নানা গন্ডগোল। কেউ সমাজের চোখে হয়ে যায় খারাপ কেউ ভাল। কিন্তু খারাপ কেন হলো তা নিয়ে এই দেশে তেমন কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। হালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মানসিক বৈকল্য ও নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা। আজ এই চরম অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সৃজনশীল মানসিকতা ও সৌন্দর্য চেতনা। মানবজীবনের চরম ভয়ঙ্কর সময় নিঃসন্দেহে সেই মুহূর্ত। যখন শিথিল হয়ে পড়ে নীতি ও আত্মিক বন্ধন, তখন আদর্শের ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম অবক্ষয় যার পরিণতি সত্যিই ভয়ংকর। দীর্ঘদিন পুলিশ বিভাগে চাকরি করায় নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এই অল্প পরিসরে বিষদভাবে লেখা সম্ভব নয়। কিছু অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সামান্য ঘটনা জানিয়ে শুধু মাত্র মানুষের মঙ্গল কামনায় নানা বিধিনিষেধ, মান অভিমান, অপমানকে উপেক্ষা করে আমার এই লেখা, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব আছে যারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ, জাতি, দেশের কল্যাণে কাজ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তারাই আমার শক্তি। যারা ধর্মের নামে, রাজনৈতিক ছত্রছায়ার নামাবলি গায়ে দিয়ে নানা কৌশলে দিনের পরদিন মানুষের চরম সর্বনাশ করে চলেছেন তাদেরকে চিনিয়ে দিতেই আমার এই লেখা। ঘটনার বিষয়বস্তু সঠিক রেখে চরিত্রদের নাম ঠিকানা সামাজিক ও নিরাপত্তার করণে এবং আইনি বিধিনিষেধের জন্য পরিবর্তন করেছি, এই কাজ প্রতিহত করা একা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, চাই সমবেত প্রয়াস। আমার এই লেখা পড়ে বিশেষত নারী পাচার সহ নানা ঘৃণ্য অপরাধের ধরণ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে নিজে ও অপরকে সতর্ক করার জন্য যদি ট্রেনে, বাসে হাটে বাজারে গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন তবেই হবে এই লেখা এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সৎ ভাবনার সার্থকতা।

–অরিন্দম আচার্য্য (প্রাক্তন পুলিশ কর্তা)

শুরু হল নতুন ধারাবাহিক

হ্যালো অরিন্দম বলছি

● ১৫ বছরের আজমিরা খাতুন, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, খুশির উৎসব ঈদের দিনে সামান্য শাড়ি পরা নিয়ে মায়ের সাথে মন কষাকষি ঝগড়া অভিমানে এক জামাকাপড়ে সেই দিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আর ফেরেনি।

● শালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় দশম শ্রেণির ছাত্রী টিভিতে নানা প্রোগ্রাম ও রিয়েলিটি শো দেখে আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে মোহময়ী করে তোলে, নানা জায়গায় নাচ, গানের মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জনও শুরু করে। মা, বাবাও মেয়েকে অনুপ্রেরণা দেয়। মেয়ের চাহিদা মতো ল্যাপটপ কিনে দেওয়ার পর ফেসবুকের মাধ্যমে সম্রাট এবং রাজু নামে দুজনের সাথে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা। পরে এদের বিশ্বাস করে তিন মাসের জন্য বিহারে যায় নাচ গান করে প্রচুর অর্থ উপার্জনের আশায়। আরও দশজন মেয়ে সঙ্গে যায়। শালিনীর মা, বাবা মাসে ২০ হাজার টাকা পাওয়ার চুক্তিতে ১০০০০ টাকা অগ্রিমও নেয়। প্রথম মাসে মেয়ে প্রায়ই মা, বাবাকে ফোন করে সব জানাতো, টাকাও পাঠিয়েছে, ব্যাস! তারপর মেয়ের আর কোনও খোঁজ নেই। যথারীতি মা, বাবার বুক ফাটা চিৎকার, হাহাকার।

● মরিয়ম বড়ুয়া ভীষণ গরিব, বাবা ডাব বিক্রি, জনমজুরি খেটে কষ্টে সংসার চালায়। মা, বড় বোন নানা অসুখে শয্যাশায়ী, ফলে সংসার চালাতে মরিয়ম বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে চার বাড়িতে ঠিকে ঝি–এর কাজ করে। মাসে আড়াই হাজার টাকা আয় শুরু করে। প্রতিদিন ভোরে ট্রেনে গ্রাম থেকে শহরে আসতে হয়। কিন্তু বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন হঠাৎ সে উধাও।

● এগারো ক্লাসের ছাত্রী জুলি বড়দিনের আনন্দে মায়ের বানানো কেক নিয়ে পিটার নামে পরিচিত একটি ছেলের সঙ্গে ব্যান্ডেল চার্চে গিয়ে আর ফেরেনি।

প্রায় প্রতিটি কেসের তদন্তে আমি সহকর্মীদের সাহায্যে প্রায় সবাইকে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসায় যে মর্মস্পর্শী কাহিনী জেনেছি তা এইরকম :

আজমিরা সেদিন আকবর নামে ওর এক চাচার ছেলেকে বিশ্বাস করে এক বাড়িতে থাকা খাওয়া সহ মাসে ৫ হাজার টাকা পাওয়ার আশায় হাওড়া স্টেশনে আসে। ওখানে আকবর ওকে কোকাকোলা খাওয়ায়, তারপর ওর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফেরে জানতে পারে সে পুনের নিষিদ্ধ পল্লিতে ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

শালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় : বিহারে এক মাস ছিল। নাচ গানের সময় কেউ এতটুকুও কু–ইঙ্গিত করেনি। হঠাৎ সম্রাট ও রাজু জুলি থাপা নামে এক মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে বলে কে কে মুম্বইয়ের ফিল্মে কাজ করতে আগ্রহী জানাও। কারণ ওদের এবার নাচগানের সিডি দেখে জুলি ম্যাডাম ভীষণ খুশি হয়ে সুদূর মুম্বই থেকে এসেছেন। সবাই রাজি। সেই দিনই রওনা। যথারীতি মুম্বইয়ের এক দারুণ বাড়িতে আশ্রয় এবং তৃষ্ণা নিবারণে নানা ধরনের ঠান্ডা পানীয় সেবন, ব্যাস তার পরে আর কারও কিছু মনে নেই, সেই রাতেই ওই এগারো জন হতভাগিনী নানা পতিতালয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যায়। শালিনী এক লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছিল।

মরিয়ম বড়ুয়া : সে কাজে ট্রেনে যাতায়াতের পথে ফিরাজ নামে এক জনের সাথে আলাপ। সেদিন মাসে ৭ হাজার টাকার একটি চাকরি আছে বলে মরিয়মকে জানায়এবং আজই যেতে হবে বলায় কাজটা হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে রাজি হয়ে স্টেশনে যেতেই আইসক্রিম খাওয়ায়। যথা সময়ে দিল্লি পৌঁছে জয় মা দুর্গা প্লেসমেন্ট সেন্টারে হাজির করায়, সেখান থেকে পরদিন একটি বাড়িতে কাজের জন্য পাঠানো হয়। সেই সময় মরিয়মের ভাল ভাবে কথা বলারও ক্ষমতা ছিল না। এই প্লেসমেন্ট সেন্টারের খাতায় মরিয়মের নাম ঠিকানা টিপসই থাকলেও যে বাড়িতে কাজের জন্য চুক্তিতে যাচ্ছে সেই ব্যক্তির শুধু নাম ছাড়া কোনও ঠিকানা বা মোবাইল বা ল্যান্ড নম্বর, আইডি কার্ড কিছুই নেওয়া হয়নি। ফলে জনৈক ম্যানেজার গ্রেফতার হলেও বহু খুঁজে, সোর্স লাগিয়েও মরিয়মকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

জুলি : তদন্তে খোঁজ নিয়ে জানা যায় পিটার নামে ওর যে বন্ধু ছিল তার নাম, ঠিকানা সব ভুয়ো, বহু কষ্টে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জুলিকেও দিল্লির কুখ্যাত এক পতিতালয় থেকে উদ্ধার করা হয়। তাকেও কেকের সাথে বুদ্ধি করে মাদক দ্রব্য খাওয়ায় এবং আচ্ছন্ন হওয়ার দিল্লিতে বিক্রি করে দেয়।

মিনতির মেয়ে : মিনতি আমার বাড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে। স্বামী হারা, ওর মেয়ের নাম পারুল ওকে বলতে গেলে মিনতি ভিক্ষের অর্থে বিয়ে দিয়েছিল। ২ বছর পর ছেলের জন্ম, স্বামী মদ্যপ, জুয়াড়ি, কিছুই করে না, সংসার চালাবার জন্য পারুলকে ৫–৬ বাড়ি কাজ করতে হয়, এক শুক্রবার সন্তোষী মায়ের পুজো সেরে বিকেলে গিয়েছিল বাড়ির কাছে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে। সেখানে এক কোনে দাঁড়িয়ে থাকা ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ৪/৫টি ফুচকা খাওয়ার পর আর হুঁশ নেই। জ্ঞান ফিরলে দেখে ৫৪ জি বি রোড, দিল্লির নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ওর মা বহু বলা সত্ত্বেও কোনও কেস করেনি। আমি অন্য কেস তদন্তে দিল্লির শক্তি বাহিনীর সাহায্যে পারুলকেও উদ্ধার করে নিয়ে এলেও আশ্চর্যজনক ভাবে স্বামী শ্বশুড়বাড়ি ও সমাজের নানা অত্যাচার, কটুক্তি সহ্য করতে না পারায় স্থানীয় প্রশাসন, পঞ্চায়েত কোনও ক্লাব পাশে না দাঁড়ানোয় সে আবার স্বেচ্ছায় সেই নিষিদ্ধ পল্লিতেই দুমুঠো খেয়ে পেটের জ্বালা মেটাতে এবং একমাত্র সন্তানকে খাইয়ে মানুষ করার তীব্র বাসনা নিয়ে স্থায়ী ঠিকানা করে নিয়েছে। বর্তমানে ওর ছেলে একটি ভাল হোমে থেকে লেখাপড়া করে। পারুলের মতে যে ছেলেটি ওর অজান্তে ফুচকার সাথে মাদক দ্রব্য খাইয়ে বিক্রি করেছিল সেই ওর মঙ্গল করেছে। তা নয়তো স্বামীর প্রায় প্রতিদিন মদ খেয়ে অমানুষিক শারিরীক অত্যাচারে ওর মৃত্যুই হতো। ছেলেটিও মানুষ হতো না। ও এখন লেখাপড়া করে। খুব ভাল রেজাল্টও করছে। স্কুলের সবাই ওকে ভালবাসে।

জাহানারা খাতুন : সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, এদিন সন্ধ্যায় পাড়ার কাছে একটি দোকান থেকে খাতা সহ কিছু জিনিস কিনতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি।

বেশ কিছুদিন পর তাকে পুণের নিষিদ্ধ পল্লি থেকে উদ্ধারের পর জানা যায় সেদিন সন্ধ্যায় খাতা সহ কিছু জিনিস কিনে বাড়ি ফেরার পথে একজন ঘুগনি বিক্রেতার কাছ থেকে ঘুগনি খাবার পর ওর শরীর খারাপ হতে থাকে। সারা মুখে কপালে ঘাম বের হতে থাকলে একজন মহিলা ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে এবং ওর একটা রুমালে ওর কথা মতো মুখ মুছতেই ওই মহিলার পিছন পিছনে স্বেচ্ছায় যেতে থাকে। বাড়ির কথা ওর আর মনে নেই, তবে স্টেশনে এসে সেই মেয়েটির দেওয়া বোতলে জল খেয়েছিল। যখন জ্ঞান ফেরে জানতে পারে সে পুনের নিষিদ্ধ পল্লিতে বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

তদন্তে জানা যায় ওকে ঘুগনির সাথে নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে দেওয়া হয় এবং সেই মহিলা যে রুমালটি দিয়েছিল তার মধ্যে Nitrous oxide বা Eithor জাতীয় দ্রব্য স্প্রের মাধ্যমে রুমালে দেওয়ার পর মুখ মুছতে বলেছিল, ফলে নিঃশ্বাসের সাথে ওর শরীরে ওই গন্ধ প্রবেশ করার সাথে সাথে মেয়েটি সম্মোহিত (Hypnotize) হয়ে যায়।

বেহুঁশ কেন হয়

পাচারকরীরা সবার অলক্ষ্যে লস্যি, পান, ফুচকা, কেক, আইসক্রিম, বিভিন্ন কোলড্রিঙ্ক, পেপসি, থাম্পসআপ, কোকাকোলা এমনকি ডাবের জলেও ATIVAN (2mg) 3–4 টি বা ALZOLAM (5mg) 3–4 টি গুড়ো করে, কখনও কখনও ধুতরা ফুলের বিচি বেটেও মিশিয়ে দেয়, সরল বিশ্বাসে ওই সব বস্তু খেলেই চরম সর্বনাশ। এ সবের সাহায্যে বা ওই জাতীয় ঔষধ পানশালায়ও ব্যবহার করে খুনও করা হয়। ট্রেনে, বাসে ভ্রমণ করার সময় সাবধান, যে সব ডাব আপনার সামনে কাটবে এবং ডাবের মুখ দিয়ে পিচকারির মতো জল বের হবে সেই ডাবেরই জল খাওয়া ভাল, কখনও আবার সম্মোহন (Hypnotize) করার জন্য Nitrous oxide or Either স্প্রে জাতীয় জিনিসের মাধ্যমে রুমালের সাহায্যে ব্যবহার করে দুষ্কৃতীরা।

প্রতিকার

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুল–কলেজ সহ গ্রামের হাটে বাজারে মানুষকে, ছাত্র–ছাত্রীদের সচেতন করতে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করতে হবে, পাঠ্য পুস্তকেও ছোট গল্পের (অনুগল্প) মাধ্যমে এই বিষয়বস্তুর উপর লেখা থাকা প্রয়োজন। অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম নামকরা 5 star hotel ক্লাবে হতেই পারে কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন পাচারকারীরা যে সব এলাকায় থাকে সেই সব এলাকা/গ্রামে এই সব প্রোগ্রাম করা অর্থাৎ পাচারকারীদের কানে যেন এই ধরনের অনুষ্ঠানের খবর পৌঁছয়, মোটা টাকার চাকরি কিংবা কন্যার বিবাহের জন্য কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গ্রাম পঞ্চায়েত, খ্যাতনামা এনজিও এবং অবশ্যই স্থানীয় থানার সাহায্য নিতে হবে। দূরপাল্লার ট্রেনের বাসের মধ্যে জেনারেল কামরায় কোনও মেয়েকে আচ্ছন্ন বা ঝিমাতে দেখলে সাথে সাথে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। অনেকে চিকিৎসার নাম করে নারীপাচার করে এবং চ্যালেঞ্জ করলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখায়। সাথে সাথে সেই ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আছে কিনা এবং ফোন করে সেই ডাক্তার এবং মেয়েটির পরিবারের সাথেও কথা বললে আসল ঘটনা জানতে সাহায্য করে। সন্দেহ হলেই তাঁকে উদ্ধারের ব্যবস্থা এবং পাচারকারীকে আটকে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। চাকরি বা অন্য যে কোনও ব্যাপারে আপনার কন্যা, বোনকে কোনও আর্থিক সহায়তা বা সিনেমা নামাবার কথা বলে বাড়িতে আলোচনার জন্য আসলে তাকে বলবেন একটি কাগজে যেন তার পিতার নাম, ঠিকানা, ল্যান্ডলাইন ফোন নম্বর (মোবাইল ফোন যা বেশির ভাগ সময়ই মিথ্যা হয়। নিজে হাতে লিখে দেয়)। এরপর সেই লেখাটা নিয়ে আপনারা থানায় সব ঘটনা লিখে জমা দিয়ে থানার বড়বাবুকে অনুরোধ করবেন সেই ব্যক্তিকে যেন ওর পরিচয়পত্র নিয়ে থানায় হাজির করার নোটিশ দেওয়া হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে নোটিশ থানা থেকে গেলে প্রায় ৯৯ শতাংশ হয় খুঁজেই পাওয়া যায় না তা নয়তো পালিয়ে যায়। সোজা কথা সেই ব্যক্তির C.A varify পুলিশকে দিয়ে করিয়ে বিশ্বাস করলে চরম বিপদের সম্ভাবনা। স্থানীয় পঞ্চায়েত থানা অফিসারদের সদিচ্ছা থাকলে নারী পাচার বন্ধ হবেই, যদি থানা এই গুরুতর অভিযোগ পাওয়ার পরে দিনের পর দিন কোনও গুরুত্ব না দিয়ে পাচারকারীদের পরক্ষে সাহায্য করে তবে সরাসরি এই নম্বরে ফোন করবেন। তবে কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করবেন না।

লাইফ লাইন

- নবান্ন ২২১৪৫৪৮৬
- ভবানীভবন ২৪৭৯৪০৪০
- লালবাজার ২২৫০৫০০০, helpline : 1091 1090

মোবাইল থেকে ০৩৩ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

- ভারতের যে কোনও প্রান্তে এই ধরনের কোনও ঘটনার জন্য Child helpline : 1098
- women help line Dist 24pgs(South) 2448 2448
- women help line Dist 24pgs(North) 9830220100

এমন কি মুখ্যমন্ত্রীকেও Fax No 22415555 and 22140528 জানাতে পারেন।

পর্যটনের সম্ভাবনা থাকলেও অবহেলিত হংসেশ্বরী মন্দির

মলয় সুর

পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ থাকলেও অবহেলিত রয়ে গিয়েছে হুগলি বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির। এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৭৯৯ সালে রাজা নৃসিংহদেব কাশী থেকে ফেরার পর। ১৭৯১ সালে অগ্রহায়ণ মাসে কাশীতে থাকার সময় তিনি তান্ত্রিকমতে যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রাজা ফিরে এসে কাশী থেকে শিল্পী আনিয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের ষটচক্রভেদ প্রণালিতে হংসেশ্বরী মন্দির তৈরিতে উদ্যোগী হন। মন্দিরের প্রথমতলা গাঁথার কাজ শেষ হলে ১৮০২ সালে নৃসিংহদেবের মৃত্যু হয়। রাণী শঙ্করী দেবী ১৮১৪ সালে এই মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ করেন। মন্দিরের উচ্চতা ৭০ ফুট। নীচ থেকে উপরতলা পর্যন্ত একাধিক শিব প্রতিষ্ঠিত। গর্ভগৃহে বিরাজমান কুন্ডলিনী শক্তিরূপী হংসেশ্বরী। মন্দিরে মোট ১৩টি চূড়া রয়েছে। তন্ত্রমতে তৈরি মন্দিরের ৫টি তলা মানবদেহের ইড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সূষুম্না ও চিত্রিনী এই ৫টি নারীর ইঙ্গিত বহন করছে। মন্দিরের ইট কাঠ পাথরের কাজ অতুলনীয়। পাথর আনা হয়েছিল চুনার থেকে। এছাড়া কারিগরদের রাজস্থানের জয়পুর থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। ২৫ মিটার উচ্চতায় সহস্র পাপড়ির পাথুরে চূড়া তথা ১৩টি মিনার। রূপ যেন না ফোটা কমল। হংসেশ্বরী দেবী মূর্তিটি নিমকাঠের তৈরি। মূর্তিটি রাজা নৃসিংহদেব স্বপ্নে দেখেছিলেন বলে কথিত আছে। নীলবর্ণা চতুর্ভূজা দেবী, তাঁর বাঁ হাতে খড়্গ, নিচে নরমুন্ড, দুই ডানহাতে অভয়মুদ্রা ও শঙ্খ। সেকালে এই মন্দির নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল ৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে মন্দিরটির সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের থাকলেও অবস্থা ফেরেনি।

প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থী ও ভক্তরা মন্দির চত্বরের লাগোয়া জায়গাটায় মায়ের ভোগগ্রহণ করেন। কিন্তু তার উপর নেই কোন ছাউনি। ফলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সব ঋতুতেই ভক্তদের ভোগান্তি চরমে। যদিও অনেক চিঠিপত্র দেওয়ার পর

আর্কেলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কর্তা ব্যক্তিরা সহযোগিতার আশ্বাস দেন। নিত্য সেবা ও পূজার্চনার ভার রয়েছে প্রধান পুরোহিত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ওপর। বসন্তবাবু বলেন, হংসেশ্বরী কালী খুবই জাগ্রত। অমাবস্যার রাত্রে কালীপুজোর দিন মাকে এলোকেশী রূপে মহা সমারোহে পুজো করা হয়। ২ বিঘা জমির উপর এই মন্দির রয়েছে। মন্দিরের পাশেই এখানকার রাজবাড়ি। হংসেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন টেরাকোটার কাজ করা বিষ্ণুমন্দির ৩০০ বছরের অধিক প্রাচীন। প্রায় ২০০ বছর ধরে এখানে বহু খ্যাতিমান ব্যক্তি মন্দির দর্শনে বাঁশবেড়িয়া পদার্পণ করেছেন। ১৯০২ সালের ১৮ মার্চ এসেছিলেন বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী সমেত ১৯৩৪ সালে এসেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। উল্লেখ্য, ওই ছাত্রছাত্রী দলে ছিলেন কিশোরী ইন্দিরা গান্ধি। ৬০–এর দশকে এসেছিলেন বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা। ৯০–এর দশকের গোড়ায় এসেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

সম্প্রতি মন্দিরকে ঘিরে একটি ট্যুরিস্ট লজ গড়ে উঠলেও এই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে পর্যটনের কোনও পরিকল্পনা না থাকায় একদিকে যেমন আয়ের সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে তেমনি মন্দিরও ক্রমশ অবহেলার শিকার হয়ে চলেছে। এর থেকে উত্তরণের পথ সরকার কি আদৌ দেখাতে পারবে।

ঘোড়ায় টানা গাড়ির সেকাল একাল

সায়ন্তন সেন

১৭৮০–৮২ সালে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা গাড়ির প্রচলন হয়। যদিও তৎকালীন বাবু, জমিদার এবং ইংরেজরাই শুধুমাত্র সেই ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়তে পারতেন। সাধারণ মানুষদের এই ঘোড়াগাড়িতে চড়ার জন্য ১০০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৮৮০ সালে লর্ড রিপনের শাসনকালে শিয়ালদহ ও আর্মেনিয়ান ঘাটের মধ্যে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা জনপ্রিয়তা লাভ করায় সাধারণ মানুষরাও এই ঘোড়াগাড়ি করে যাতায়াতের সুবিধা পেতে লাগলেন। ঘোড়ায় টানা গাড়ির জনপ্রিয়তা সিনেমাতেও পৌঁছে গিয়েছিল। শুধু বাংলা সিনেমাতেই নয় হিন্দি সিনেমাতেও যানবাহনের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ি বেশি দেখা যেত। তবে এগুলোও বেশিদিন যায়নি। কালের অগ্রগতির সাথে সাথে যত নতুন নতুন যানবাহনের মোড়কে আমাদের সিটি অফ জয় ঢাকা পড়ে যেতে লাগলো তখন আস্তে আস্তে এই ঘোড়ায় টানা গাড়িগুলিও যেন কেমন হারিয়ে যেতে লাগল। বর্তমানে শুধুমাত্র ভিক্টোরিয়া এলাকাতেই বেশ কিছু ঘোড়ার গাড়ি চোখে পড়ে। ফলে ঘোড়ার গাড়ির চালকদের জীবন ও জীবিকা এক বড় প্রশ্নের সম্মুখীন।

এদেরকে প্রশ্ন করে জানা গেল বর্তমানে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ার যাত্রী অনেক কমে গিয়েছে। সকাল থেকে রাত দশটা অবধি খেটে এদের রোজগার মেরেকেটে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। শনি ও রবিবার সেটা বেড়ে হয় ৭০০–৮০০ টাকা। দীর্ঘ বছর ধরে তাদের এই দুর্দশা চলছে। এখন শীতকালে তারা যে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা দিনে আয় করে সেটাই ছিল একসময়ে তাদের সারা বছরের দৈনিক আয়। তখন শীতকালে তারা ৩ হাজার টাকা কি তার বেশিও রোজগার করত দিনে। বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধি যেভাবে বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘোড়াকে খাইয়ে, তাদের পরিচর্যা করে দরকার মতো চিকিৎসা করে সঞ্চয়ের জন্য কিছুই থাকে না। অল্প যা থাকে তা সংসার চালাতেই খরচা হয়ে যায়। এইরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সকল ঘোড়াচালকই খুব চিন্তিত। নিজেদের পরিবারের সন্তানদের কিভাবে বড় করবেন তার উত্তর তাদের কাছে অজানা। তবে সকলেই চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাদের এই দুর্দশা দূর করতে কিছুটা হলেও উদ্যোগ নেবেন। আর তাহলেই হয়তো কলকাতার ঐতিহ্যের সাক্ষী এই ঘোড়ার গাড়ির চালকদের মুখে কিছুটা হলেও অন্তত হাসি ফুটে উঠবে।

বাবুদের জুড়ি গাড়ি থেকে পরিণত হল সাধারণের দৈনন্দিন বহনের যানে।

আজ শুধু নির্দিষ্ট এলাকার গন্ডিতে বিনোদনের যান।

মাঙ্গলিকী

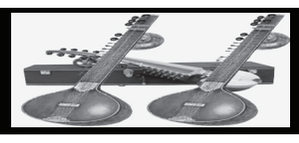

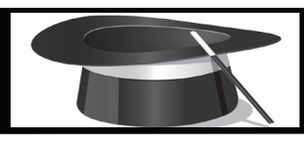

বজবজ–২নম্বর ব্লকে এবারের জেলা লোকসংস্কৃতি ও যাত্রা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে এবং জেলা পরিষদ ও বজবজ–২ নম্বর ব্লকের সহযোগিতায় আগামী ৯ থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাওয়ালী ফুটবল ক্লাবের মাঠে জেলা লোকসংস্কৃতি ও যাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। জেলার ২৯টি ব্লকের লোকশিল্পীরা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বিগত ৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ জেলার লোকশিল্পীদের মানোন্নয়নের কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন জেলার লুপ্তপ্রায় লোকশিল্পকে জনমানসে তুলে ধরা ছাড়াও লোকশিল্পীদের বহাল ভাতা এবং প্রবীন ও অশক্ত শিল্পীদের পেনশনের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও ওই সব শিল্পীদের দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার ও এইসব হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্পের প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। এই কাজকে আরও তরান্বিত করার জন্য ২০১৩ সালে 'লোক প্রসার প্রকল্প' চালু করেছে সরকার।

তিনদিন ব্যাপী এই মেলায় বাউল গান,লোকনৃত্য, পুতুলনাচ, তরজা, বনবিবি পালা, আদিবাসী নৃত্য, টুসুগান,শীতলা যাত্রা, কবি গান, মনসা গান, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠিত হবে। ১১ ডিসেম্বর আনন্দবীনা যাত্রা অপেরা মঞ্চস্থ করবে 'খোকাবাবুর বিয়ে যাত্রাপালা'। মেলায় কোনও প্রবেশ মূল্য নেই। জেলাপ্রশাসনের আধিকারিক সহ জনপ্রতিনিধিরা অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। উৎসবে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ হাজির থাকবেন।

পুরস্কার বিতরণী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমোদপুর জয়দুর্গা উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রধান শিক্ষক সুশান্ত ভট্টাচার্য। যেমন খুশি তেমন সাজো, নাটক, আবৃত্তি ছিল প্রতিযোগিতায়। আমোদপুর জয় দুর্গা উচ্চবিদ্যালয় সারাবছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠান করে। নানা সমাজসেবামূলক কর্মসূচিও থাকে তাতে। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের ডাকেও সিউড়ি সদর হাসপাতালের থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ইউনিটের সহযোগিতায় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির সম্প্রতি হয়ে গেল আমোদপুর জয় দুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে। থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় প্রথমে। তারপর হয় সচেতনতা শিবির। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির আমোদপুর জয়দুর্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় খুশি শিক্ষক–শিক্ষিকা থেকে ছাত্রছাত্রী সকলেই।

বর্ষীয়ান শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীকে সংবর্ধনা

হীরালাল চন্দ্র : গত ৪ ডিসেমম্বর সন্ধ্যায় লেক টাউনের (দমদম) ''গান্ধি সেবা সংঘে'' ''সঙ্গীত প্রিয় সংসদের'' উদ্যোগে মনোরম পরিবেশে যশস্বী প্রবীন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সাধক ও নিষ্ঠাবান আদর্শ শিক্ষক বিশ্বনাথ সুরকে তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীগণ গুণীজন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটি সাড়ম্বরে শুরু হয় সরস্বতী ও গণেশ বন্দনার মাধ্যমে। প্রধান অতিথি, সভাপতি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও তড়িৎ বিশ্বাস। অতিথিগণ তাঁর সঙ্গীত জীবনের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন। ছাত্রছাত্রীরা শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইকে মানপত্র, উত্তরীয় পুষ্পস্তবক ও ছবিসহ স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। বাঁশী বাজান অশোক কর্মকার। সাথে পার্কাসন এবং তবলা বাজান অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুপম প্রামাণিক। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ সুর, শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা দে, শুক্লা সেনগুপ্ত, শ্রাবণী ভট্টাচার্য, তৃপ্তি দাস, মধুমিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। অরগ্যান ও তবলা বাজান শৈলেন রায় ও সমীর দাস। শেষে ছাত্রছাত্রীরা ''বারো মাসের গান'' গেয়ে শোনান। সঞ্চালক সুজন সেন রায়।

কোন্নগর বইমেলায় পেটিএম–এর সুবিধা

নিজস্ব সংবাদদাতা: দশম বর্ষে পদার্পিত কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনীতে ক্রেতা ও বিক্রেতা সাধারণের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এইবছর বই কেনা – বেচাতে ক্রেডিট কার্ড ও পে টিএম ব্যবহার করা হবে। ক্রেডিট কার্ড ও পে টিএম – এর ব্যবহারের মাধ্যমে মেলাতে ক্রেতারা বই কিনতে পারবেন। কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী নিয়ে কোন্নগর কফি হাউসে আয়োজিত এক প্রেস মিটে এই কথাই জানালেন কোন্নগরের পুরপ্রধান বাপ্পাদিত্য চ্যাটার্জী।

বাপ্পাদিত্যবাবু জানান, এইবার পুরোনো ৫০০ ও ১,০০০ টাকার নোট বাতিলের জেরে বহু মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মেলা চলবে ৯ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলায় থাকবে প্রায় ৫৩টি ষ্টল। মেলা চলাকালীন কোন্নগর পৌরসভার মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের ডায়ালিসিস বিভাগের শুভ উদ্বোধন, প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে বইয়ের জন্য পদযাত্রা, গাছ নিয়ে একটি স্লাইড শো ইত্যাদি কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এইবারের মেলার থিম 'জল'। মেলার বিশেষ আকর্ষণ বিআইটিএম, দি এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কলকাতার ষ্টল। প্রেস মিটে পুরপ্রধান ছাড়াও উপ–পুরপ্রধান গৌতম দাস, কাউন্সিলার রীতা পাসি এবং কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী কমিটির সম্পাদক ও রামেন্দ্র পাঠভবনের গ্রন্থাগারিক শরদিন্দু ভুঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

১০ ডিসেম্বর থেকে সিঙ্গুর বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০তম সিঙ্গুর বইমেলা অপূর্বপুর যুব সংঘ ফুটবল মাঠে শুরু হচ্ছে। এর উদ্যোক্তা সিঙ্গুর বইমেলা পরিচালন কমিটি। মেলা চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বইমেলা উদ্বোধন করবেন গল্পকার অমর মিত্র ও অভিনেতা চন্দন সেন। এই বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রত্যেক বছরের মতো এবারও কলকাতার প্রতিষ্ঠিত ৫০ টি বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার স্টল বইমেলায় তাদের সম্ভার নিয়ে হাজির থাকছে। এছাড়া লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভিলিয়ন থাকবে ।প্রতিদিন মূল মঞ্চের নামকরণ খ্যাতিনামা ব্যক্তিদের নামে থাকছে, যেমন মহাশ্বেতা দেবী, ফিদেল কাস্ত্রো। কমিটির কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ বসাক বলেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান থাকছে। বইমেলা চলাকালীন বিশিষ্ট অতিথিরা হাজির থাকবেন, যেমন সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদার, অর্থনীতিবিদ রতন খাসনবিশ, খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ডাঃ ফুয়াদ হালিম, হুগলি জেলার কবিতা আকাদেমির সম্পাদক প্রশান্ত মালিক।

এবারও বইমেলা উপলক্ষে 'বইয়ের জন্য হাঁটুন' পদযাত্রা রয়েছে। স্কুল পড়ুয়াদের জন্য ক্যুইজ, বিতর্ক, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। স্কুলের ছাত্রদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী। এছাড়া তারকেশ্বরের সুধীর সরকারের অভিনব মিনি মিউজিয়াম দেখার সুযোগ রয়েছে। এই মিউজিয়ামে থাকছে ইতিহাস সমৃদ্ধ মোঘল আমলের কয়েন, ডাকটিকিট, পোস্টকার্ড, পাথর, বহু মূল্যবান শাড়ি প্রমুখ। বইমেলা কমিটিতে আছেন যুগ্ম সম্পাদক অমর চন্দ, সভাপতি বীথি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা।

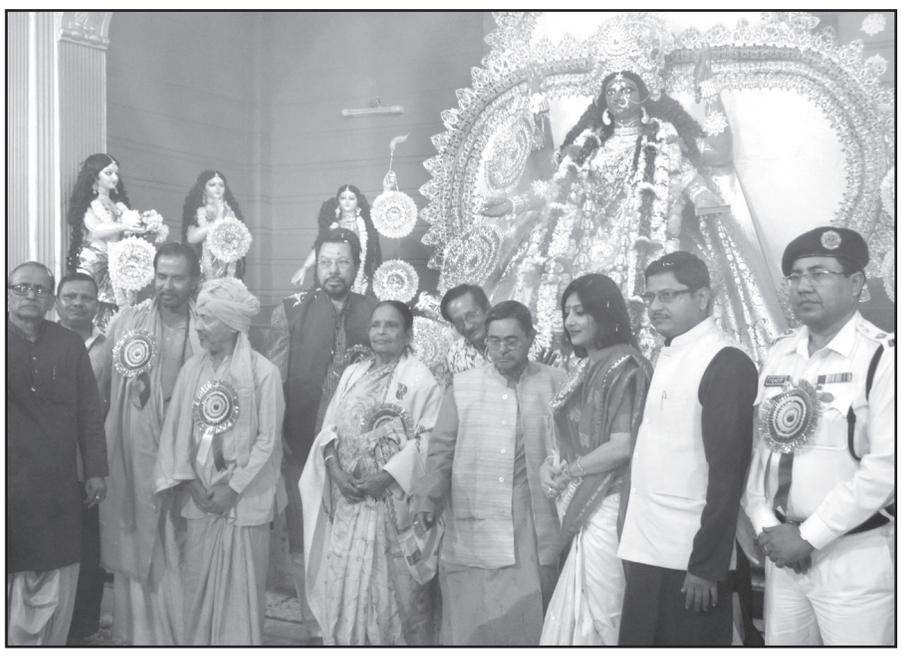

বড়িশায় ২২৪ বছরের চন্ডীমাতা মুজোয় উদ্বোধন করলেন ভারত সেবাশ্রমের সম্পাদক দিলীপ মহারাজ। এছাড়াও ছিলেন বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি শিপ্রা ঘটক ও সুদীপ পোলে। সোম তাপস

রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের সাহিত্য সংস্কৃতির বিজয়ার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল উপরোক্ত আসর, যোগদান করলেন ৩৪ জন কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী। যথারীতি উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা, সঞ্চালনায় ছিলেন আবৃত্তিকার উদয় চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠান শুরু হল বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী শিবানী দত্তর কণ্ঠে 'সেদিন আমায় বলেছিলে' রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে, আসরকে বেঁধে দিলেন ঠিক তানে... এদিন যাঁদের স্বরচিত কবিতা পাঠ/আবৃত্তি এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন জয়ন্ত দত্ত ('আত্মবোধ'— নিজের ভিতরটা 'চিরেচিরে দেখা'র এক অসাধারণ বিমর্ষ সমৃদ্ধ কবিতা), সীমা গুপ্ত ('অনন্ত সৃজনে'— গভীর অনুভব সমৃদ্ধ কবিতা), তরুণ কবি সুপম রায় ('স্মৃতির চিত্র'— উজ্জ্বল রচনা; সঞ্চালক উদয় চক্রবর্তী যথাযত মন্তব্য করালেন, তরুণ কবির কবিতাটি গান হতে পারে), সুব্রত মুখোপাধ্যা (অস্থির সময়), সুনীল গুহ ('উপনজি'— হৃদয়স্পর্শী কবিতা; তাঁর ইদানীং কালে শোনা সেরা কবিতা, 'আমি ফেরার হব'–র কাছাকাছি পৌঁচেছে), বিশ্বনাথ দাস ('আমারই বোকামি'), অসীমা মুখোপাধ্যায় ('কথা'— অসীমা দেবীর গানের মতনই ভাল লাগল তাঁর কবিতা), ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ('জলের ওপরে' মন ছুঁল, পড়লেন নিজের গল্প, 'রিডিং গ্লাস') প্রমুখ। অন্যের কবিতা পাঠে আসর জমালেন তারাশঙ্কর দত্ত (রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা, 'বেড়াবার যায়গা'), সৌরীণ চ্যাটার্জি (শঙ্খ ঘোষের ছড়া, 'পাগোল হওয়ার আগে'), দীপন সেনগুপ্ত (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, 'মানুষ'— অনবদ্য পাঠ), গীতা অধিকারী (কবি সুকান্তর চিরকালের কবিতা, 'ছাড়পত্র'– সুন্দর পাঠ; এছাড়া গোড়ায় সম্প্রতি 'সেতু'–র যে যাণ্মাষিক অনুষ্ঠান 'হয়ে গেলো জীবনানন্দ সভাগৃহে, সেই অনুষ্ঠানের সংবাদ পাঠ করে শোনালেন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'আলিপুর বার্তা' থেকে— সংবাদপত্রটির তরফে সংবাদ পাঠিকাকে অভিনন্দন!), রবীন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী (বিশ্বকবির কবিতা, 'পরিচয়'), উদয় চক্রবর্তী (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা, 'সর্বহারা অবিশ্বাসী' — শ্রী চক্রবর্তীর আবৃত্তিকার হিসাবে নতুন করে আর প্রশংসা করার প্রয়োজন নেই) প্রমুখ। আলাদা করে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরার পাঠ তাঁর কবিতা 'একটু আস্তে চল'। যে কবিতাটির পরতে পরতে ফুটে উঠছে আজকের সমাজের সার্বিক উদ্বেগের কথা যার জন্যে তরুণ প্রজন্ম ভীষণ 'দৌড়চ্ছেন' সব কাজে (এই প্রতিবেদক সব সময়েই শ্রদ্ধেয় শ্রী হাজরার কবিতাটি শুনতে চান; সে কথা মনে রেখেই শ্রীহাজরা কবিতাটি পড়লেন— তাই তাঁকে প্রতিবেদকের সশ্রদ্ধ অভিবাদন!)। এদিন বিবিধ গান শোনালেন রীতা বসু (সন্ধ্যা মুখার্জির চিরকালের গান, 'জানিনা ফুরোবে কবে'— হৃদয়স্পর্শী পরিবেশন), কল্পনা বিশ্বাস (রাগামিশ্রিত রবীন্দ্রসঙ্গীত 'চোখের জলে লাগলো জোয়ার' হৃদয়স্পর্শী পরিবেশন)। মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায় (রজনীকান্তর গান 'যেখানে সে দয়াল আমার'), বনানী ব্যানার্জী (আসরে প্রথম এলেন, শোনালেন 'মনে হয় কোথা হতে শুনতে যেন পাই'—রবীন্দ্রসঙ্গীত, তারিফ পেলেন অবশ্যই; একটু উঁচু কণ্ঠস্বর হলে আরও তারিফ পেতেন)।

এদিন আসরে বোধহয় সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিল সুকুমার মন্ডলের স্বরচিত গল্প পাঠ, নাম 'ফোঁস'। প্রায় ১০০ বছর আগের সামাজিক পটভূমিকায় লেখা এক 'গল্প', যার পরতে পরতে আবার রয়েছে সুকুমার মন্ডলের নিজস্ব রম্য রসের ধারা— অভিনন্দন। আলাদা করে উল্লেখ্য নিমাই মিত্রর অতি বলিষ্ঠ পাঠ সলিল চৌধুরীর কবিতা 'এক গুচ্ছ চাবি' (কজন এই কবিতাটি পড়েছেন?)। এদিন আসরে এসেছিলেন দেবাশীষ চ্যাটার্জি; কণ্ঠস্বর চোখে মুখে এতটুকুও শোক না প্রকাশ করে বললেন তাঁর ২৬ বছরের সাহিত্য–সংস্কৃতি মনস্ক পুত্র নির্মাল্য চ্যাটার্জির প্রয়াণের কথা। নির্মাল্য রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের সাথে যুক্ত ছিল। সে তার হৃদয়ের ভালবাসামাখা সাহিত্যের চর্চার মাধ্যমে বেঁধে ছিল এই বাংলা, ত্রিপুরা আর ওপার বাংলার সাহিত্যিকদের! তার সৃষ্ট দুটি 'ভার্চুয়াল গ্রুপ'–এর রিডার ত্রিশ হাজারে পৌঁছে যায়। বাংলা দেশের কবি, লেখকরাই নির্মাল্যর বই 'বই পাগলের ডায়েরি' প্রকাশ করতে চলেছেন 'কল্লোল আবাসনে'। ২৬ বছরের নির্মাল্য তরুণ প্রজন্মকে বই মুখো করে তোলার কাজেই সদা নিমগ্ন থাকতো। তাকে বোধহয় সেই জন্যেই এতো তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল। কেননা সে 'ইউ টিউবে' সবাইকে ঢোকাচ্ছিল না বলে... নির্মাল্যর পিতা দেবাশীষ চ্যাটার্জি যখন তাঁর ছেলের হঠাৎ চলে যাবার কথা অতি নিস্পৃক্তভাবে বলছিলেন, তখন তাঁকে এই প্রতিবেদকের মনে হচ্ছিল যেন চিরকালের 'সুগম্ভীর হিমালয়'...

বিশ্বকবি বলেছিলেন, 'আছে মৃত্যু, আছে দুঃখ... তবুও', তাই রবীন্দ্রনিকেতন পাঠাগারের কথায় ফিরে এসে বলা যায়... গ্রন্থাগারিক চয়ন ব্যানার্জি জানিয়ে দিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই পাঠাগারের তরফে ছোটদের আবৃত্তি সঙ্গীত অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে— পুরস্কার দেওয়া হবে পাঠাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে। এদিন বিজয়ার সাহিত্য সংস্কৃতির আসর হল জমজমাট (চা–জলযোগসহ) তবে আসর চলাকালীন পাশে বসা মানুষটির সাথে কথা বলা আগামী দিনে আর না হলেই ভাল হয় (সঞ্চালক উবাচ।)

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৭

পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১৫ জানুয়ারি, ২২ও ২৩শে জানুয়ারি ২০১৭

১৫ই জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান– রোটারি হল ৫৫/১ ভূপেন বোস এভিনিউ, (স্টার্লিং হাসপাতালের উপরে) কলকাতা –৭০০০০৪

বিষয়–ভজন

বেলা ১২টা বিভাগ ক–১৮ বছর পর্যন্ত

ভজন (১) মেরে প্রীতম মেরে প্রীতম অথবা (২) বোধ সাগরে বোধের লাগিয়া অথবা (৩) হৃদয়েতে নাচে মা শ্যামা

বেলা ২টা বিভাগ খ–১৮ বছরের ঊর্দ্ধে ২৫ বছর পর্যন্ত (১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)

ভজন (১) আমির আমি অহং দেব অথবা (২) আনন্দঘন শ্যাম অথবা (৩) হৃদয় আকাশে বিরাজে

বেলা ৪টে বিভাগ গ–২৫ বছরের ঊর্দ্ধে (১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)

ভজন (১) আনন্দে মজলোরে মন অথবা (২) এ দেহ ঘুড়ি কে বানালো অথবা (৩) কোথায় এক কোথায় বহু খুঁজে

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই ৯টি ভজনের কথা ও সুরের জন্য দেখুন www.aamibodh.org–এর Compitition বিভাগ

হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে, প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন শান্তনু দাস (৯৮৭৪৫৫৭৫৯৭)

ভজন বিষয়ের নাম দেওয়ার জন্য SMS/Whatsapp পাঠান এই ভাবে–'Vajan', 'Ka' অথবা 'Kh' অথবা 'Ga' প্রতিযোগীর নাম সহ ঠিকানা এবং অন্য আর একটি ফোন নম্বর সহ পাঠিয়ে দিন এই নম্বরে–৯৮৭৪৫৫৭৫৯৭ এবং ৮০১৭৬১৬১৫১ ইমেলেও পাঠাতে পারেন–info@aamibodh.org

নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ১০ই জানুয়ারি ২০১৭

২২শে জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দুপুর ১২টা – **বিষয়–আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)**

বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর ঊর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ), (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৭তে)

বিকাল ৪টা –**একক রবীন্দ্র নৃত্য**

বিভাগ–সর্বসাধারণ

২২শে জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দুপুর ১২টা– **বিষয়–রবীন্দ্রসঙ্গীত**

বিভাগ–ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত) বিষয় – পূজা পর্যায়/ বিভাগ–খ (সর্বসাধারণ) বিষয় – প্রেম পর্যায়, (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)

গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

বৈকাল ৩টা – **বিষয়–একক সৃজনশীল নৃত্য**

বিভাগ : সর্বসাধারণ।

যে কোনো রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। (সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি.ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩শে জানুয়ারি, ২০১৭–প্রতিযোগিতার স্থান–সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সকাল ১১টা– **বিষয়–বসে আঁকো**

বিভাগ–ক (৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–খ (৬এর ঊর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)

বিভাগ–গ (৯এর ঊর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/বিভাগ–ঘ (১২ এর ঊর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০১৭–এ)

আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর, সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫

বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪,

মেহবুব গাজী – ডায়মন্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯

কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫,

কল্যাণ দাস, রায়পুর – ৯৮৩০৩২৭০৬১

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০

আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭

মলয় সুর, হুগলি – ৮৪২০৩৩২৭৯৬

কল্যাণ রায়চৌধুরি, উত্তর ২৪ পরগনা – ৯০৫১২০৮৪৬০

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৭ বৈকাল–৪টায়।

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

রবীন্দ্র সরোবরে ফের সংঘাত

মুম্বইয়ের শক্ত গাঁট পেরনো এখন বড় চ্যালেঞ্জ এটিকের

অরিঞ্জয় মিত্র

আজ ১০ ডিসেম্বর, শনিবার আইএসএলের সবথেকে জমজমাট পর্ব শুরু হচ্ছে। ডবল লেগের সেমিফাইনাল পর্বের প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠ রবীন্দ্র সরোবরে আজ অ্যাটলেটিকো কলকাতা মুখোমুখি হচ্ছে এবারের আইএসএলের সবথেকে ধারাবাহিক

দল তথা গ্রপ শীর্ষে থাকা মুম্বই সিটির। সুনীল ছেত্রী, সনি নর্ডি এবং ফোরলানের মতো প্রাক্তন বিশ্বকাপার সমৃদ্ধ মুম্বই এই টুর্নামেন্টে প্রথম থেকেই যেন জয়ীর শিরোপা পেয়ে বসে আছে। কলকাতায় এসে অ্যাটলেটিকোকে হারিয়েও গিয়েছে তারা। ফোরলানের গোলে মলিনার দলকে হার মানতে হয়েছিল মুম্বই ব্রিগেডের কাছে।

যদিও মুম্বইতে গিয়ে কলকাতা ড্র করতে সক্ষম হয়েছিল সুনীলদের বিরুদ্ধে। সেই লড়াইকেই হয়তো আপাতত সামনে রাখতে চাইছে এটিকে। তবে কলকাতা এবার সেমিফাইনালে গেলেও যেভাবে তাদের ম্যাচ ড্রয়ের সংখ্যা বেড়েছে এবং যেরকম ম্লান ফুটবল বোরহারা এবার উপহার দিয়েছে তা নক আউট পর্যায়ে হলে খুব বিপর্যকর হয়ে উঠবে। নর্থইস্ট যেভাবে শেষ মুহূর্তে ছিটকে গেল তাও অনেক ফুটবলপ্রেমীকে হতাশ করেছে। বিশেষ করে একটা পর্যায়ে তো তাদের ফেভারিটের মতো খেলতেও দেখা যাচ্ছিল। ফুটবল হয়তো ক্রিকেটের মতো 'গেম অফ আনসার্টেনিটি' র জায়গায় নেই তাও এবার আইএসএলে অনেক চমক ঘটেছে যা সচরাচর ফুটবল টুর্নামেন্টে দেখা যায় না। মলিনার দলের খুঁড়িয়ে সেমিফাইনালে ওঠাও তার অঙ্গ বটে। এর আগে যেকবার এটিকে মূল পর্বে পৌঁছেছে হাবাসের তৎকালীন টিমের মধ্যে একটা আলাদা যুদ্ধংদেহী মনোভাব দেখা গিয়েছিল। সেই ছবিটাই অনেক পালটে গিয়েছে এখন।

আসলে কলকাতার এবারের পারফরমেন্সে কেমন যেন একটা খাপছাড়া ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বোরহা, দ্যুতি, পোস্তিগা, হিউমরা অনেকক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গোল তুলে এনে দলকে জেতালেও আগের সেই ধার-ভার সেভাবে তাদের খেলায় পাওয়া যাচ্ছে না। এটা হতে পারে হাবাস কোচ হিসেবে তাদের যেভাবে সঞ্চালিত করতেন সে জায়গায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন মলিনা। তাই সেমিফাইনালে পৌঁছালেও কলকাতার ওপর বিরাট কিছু আশা করছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাদের মনে হচ্ছে মূলপর্বের লাক থাকলেও এর থেকে বেশি এগনো সম্ভব নয় এটিকের। বিশেষ করে শক্তিশালী মুম্বই যেখানে সেমিফাইনালে তাদের মুখোমুখি। আজকে রবীন্দ্রসরোবরে ঘরের মাঠে জয় তুলে আনতে পারলে তবেই কলকাতার পক্ষে বাজি ধরা যাবে। তাও এক গোলের ব্যবধানে নয়, অন্তত ২ গোলের ব্যবধান নিতে পারলে তবেই মুম্বইকে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া যাবে। পাশাপাশি সনি নর্ডি, সুনীল ছেত্রী, ফোরলানের ত্রিভুজ আক্রমণকে মোকাবিলা করা অর্ণব মন্ডলদের কাছে বিশাল বড় ভূমিকা হতে চলেছে। সহসা এদের আটকানো যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন হবে বুদ্ধিমত্তার। পুলিশ ম্যান মার্কিংয়ে গেলেও এই ত্রয়ীর কেউ না কেউয়ের গোল করে দেওয়ার চান্স প্রবল। ফুটবল বিশেষজ্ঞ এবং প্রাক্তন ফুটবলাররা বলছেন মলিনার কাছে রবীন্দ্রসরোবরের এই লড়াইয়ে প্রথম আধঘন্টা বা প্রথমার্ধটা খুব দরকারি।

যদি এইসময়ে মুম্বইয়ের ওপর গোল চাপিয়ে দিতে পারেন পোস্তিগা, হিউমরা তাহলে প্রেক্ষাপট পালটে যেতে বাধ্য। সুনীল-নর্ডি-ফোরলানদের কাঠেকপাটে জবাব দিতে পোস্তিগা-হিউম-বোরহারা মারাত্মক উপযোগী হতেও পারেন। তবে গত এক-দুবছর আগের সেরা পারফরমেন্সটা বেরতে হবে তাদের পা থেকে। সেমিফাইনালের আগে সপ্তাহখানেক ব্রেক পেয়ে এটিকের বিদেশি তারকা হিউম, পোস্তিগা, বোরহারা ইতিমধ্যেই সপরিবারে ব্যাঙ্কক ভ্রমণ সেরে এসেছেন। সি-বিচের ফুরফুর মেজাজ যদি তাদের খেলায় উঠে আসে তবেই মুম্বইকে সত্যিকারের বিপদে ফেলা যাবে।

ঘরের মাঠে প্রথম লেগে জয় তুলে আনাটা বিশাল মাইলেজ দিতে পারে এটিকে ব্রিগেডকে। এরপর ফের ১৩ তারিখ মুম্বইতে কলকাতা-মুম্বই সেকেন্ড লেগ সেমিফাইনাল। সেমিফাইনালে পৌঁছানো অন্য দুটি দল কেরল ব্লাস্টার্স এবং দিল্লি ডায়নামোসের দুদফার ম্যাচ যথাক্রমে ১১ এবং ১৪ ডিসেম্বর। কলকাতা ছেড়ে গিয়ে আইএসএলে নতুন টিম পুনেকে সেমিতে তুলতে ব্যর্থ হলেন হাবাস। অথচ মলিনার কোচিংয়ে কম ম্যাচ জিতেও একরকম হেঁটে হেঁটে সেমিফাইনালে গেল অ্যাটলেটিকো। এটা হয়তো কলকাতার সমর্থক তথা ম্যানেজমেন্টের মনে একটা আপাত শান্তি জোগাচ্ছে। যদিও মুম্বইয়ের সঙ্গে জয় না পেলে সেইসব সান্ত্বনার কোনও জায়গা থাকবে না। বাড়বে খেদোক্তি।

শতরঞ্জ কা খেল

রবীন বিশ্বাস

কথায় বলে শতরঞ্জ কা খেল। কথায় কথায় খালি রাজা-উজির মারার ছককষা। চালের বৈচিত্র্য যে যতটা বাড়াতে পারবে সেই হয়ে উঠবে সবথেকে বড় দাবাড়ু। সুলতানি আমল হোক আর মুঘল জমানা, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত হোক আর স্বাধীন দেশ দাবা খেলার সেই আভিজাত্য সমান তালে চলছে। এমনিতে রাস্তাঘাটে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু জায়গায় দেখি তাসের আসর জমছে। কাজের দিনেও এভাবে তাসে মেতে থাকাটা হয়তো সর্বনাশাই। কিন্তু ছুটি-ছাটার দিনে যারা বাড়ির ড্রইংরুম কিংবা ক্লাব ঘরে তাসের আড্ডায় জমে ওঠেন তাদের মাফ করা যায়। দাবার ঘরানাটা আবার আলাদা। এখনও অনেক পার্ক বা ব্রিজের নিচে দেখা যায় রীতিমতো মৌতাত নিয়ে দাবা খেলছেন বয়স্করা। মাঝেমধ্যে তাদের সঙ্গে এক-দুহাত মেলাচ্ছেন যুবকরাও। তবে সাধারণভাবে আমাদের কাছে দাবা যেন পরিণত মস্তিষ্ক বা একটু বয়স্কদের খেলা। তবে এই বাংলা থেকেই কিন্তু দিব্যেন্দু বড়ুয়া, সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো তারকারা উঠে এসেছেন। গ্র্যান্ডমাস্টার হয়ে বিশ্ব দাবার জগতে এক কেষ্টবিষ্টুও হয়ে উঠেছেন। বিশ্বখ্যাত দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গেও এদের সমানতালে পাল্লা দিতে দেখা গিয়েছে। আবার দুনিয়ার নিরিখে গ্যারি কাসপারভ না করপোভদের খেলা একটা সময় একাগ্রচিত্তে লক্ষ্য করেছে আমাদের উদীয়মান দাবারু সমাজ।

দাবা খেলার মধ্যে একটা যে রাজকীয় মেজাজ আছে তা মানতেই হয়। আর এই মেজাজের ঘ্রাণ আস্বাদন করার জন্যই নাকি অনেকে এই খেলাকে পেশা বেছে নিয়েছেন। এমনটা শোনা যায় এদের হাল-হাঁড়িতে কান পাতলে। আগে তো এও বলা হত দাবা যারা খেলেন তাদের মগজাস্ত্র হয় সর্বাধিক শান দেওয়া।

সেইজন্যই রাজা-উজিরদের খেলা হিসেবে পরিগণিত হত এই প্রাচীন খেলাটি। এখন অবশ্য শুধু রাজা-মন্ত্রীর ঘরের 'পাবলিক' নয় সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেও এই খেলার প্রতি বেজায় আকর্ষণ জন্মাচ্ছে। এই শীতকালেও বিভিন্ন পার্ক বা ক্লাব ঘরের এককোণে কিংবা পুরনো বাড়ির অলিন্দে তাকালে দেখা যাবে দুই দাবাড়ু নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন সাদা-কালো খোপ খোপ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে। একেই বোধহয় বলে শতরঞ্জ কা খেল।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অভীক মিত্র : ২৫ নভেম্বর সিউড়ি মহকুমা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল রাজনগর মাঠে। রামপুরহাট পূর্বচক্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের বিষ্ণুপুর রসমঞ্জরী বিদ্যালয়ের মাঠে। কিন্তু আমন্ত্রণ পাননি হাঁসনের কংগ্রেস বিধায়ক আইনজীবী মিলটন রশিদ। প্রথমে বীরভূম জেলার অঞ্চলকেন্দ্রিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। তারপর হয় ব্লককেন্দ্রিক।

তারপর হয় মহকুমাস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ১২ নভেম্বর সেকেন্ডা, ১১ নভেম্বর লোকপুর, মহম্মদবাজার, রাজনগর অঞ্চল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ নভেম্বর মহকুমাস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। সিউড়ি মহকুমাস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রাজনগর মাঠে, রামপুরহাট মহকুমাস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিষ্ণুপুর রসমঞ্জরী বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রিকেট ব্যাটে সাম্য আনতে প্রস্তাব

যুধিষ্ঠির নস্কর

যেবার বিশ্ব ক্রিকেটে রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন শ্রীলঙ্কার সনৎ জয়সূর্য তখন একটা গুজব বাজারে ছড়িয়ে গিয়েছিল যে এই ডাকাবুকো ব্যাটসম্যান অনেকটাই বড় মাপের ব্যাট নিয়ে বোলারদের শাসন করছেন। পরে অবশ্য জানা যায় এই অভিযোগ ঠিক নয়। যদিও ক্রিকেটের আঙ্গিকে এমন অনেকের বিরুদ্ধেই চওড়া ব্যাট নিয়ে মাঠে নামার অভিযোগ উঠেছে। যা সবক্ষেত্রেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এবং অনেক তারকাও নাকি এই ধরণের বড় মাপের ব্যাটে খেলে বড় রানের ভিত গড়েছেন। ক্রিকেটে ব্যাটের এই অসাম্য দূর করতে এবার সক্রিয় হল ক্রিকেট দুনিয়ার অভিজাত সংস্থা এমসিসি।

সম্প্রতি এমসিসি সদস্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট অনুরাগ ঠাকুর (আমন্ত্রিত অতিথি) এবং অন্যদের উপস্থিতিতে ব্যাটের উপযুক্ত মাপ বেঁধে দেওয়ার জন্য ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসি'র কাছে প্রস্তাব পাঠানোর হবে বলে জানানো হয়েছে। এর

ফলে এক শ্রেণির ক্রিকেটার যেভাবে রোবটের মতো ভুরি ভুরি রান তুলছে তা নিশ্চিতভাবে বন্ধ করা যাবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। সভায় ঠিক হয়েছে ব্যাটের ঘনত্বের সীমা ৬৫ মিলিমিটার ও ব্যাটের এজ-এর ঘনত্ব ৪৫ মিলিমিটারে বেঁধে দেওয়ার আর্জি জানানো হচ্ছে আইসিসি'র কাছে। আগে এমসিসি'র বহু সুপারিশ মেনে ক্রিকেটের অনেক নিয়মে পরিবর্তন এসেছে। যদিও আইসিসি তা মেনে নেবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এছাড়াও এই বৈঠকে টেস্ট ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে তুলতে চারদিনের টেস্ট করার জন্য আইসিসি'র কাছে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৬২২০১৯০৬

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

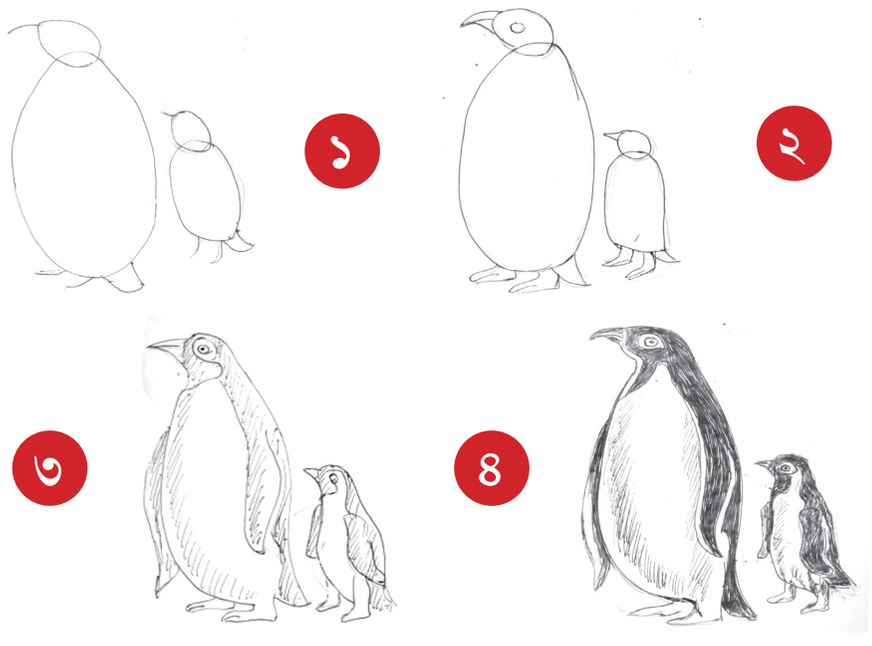

মাতৃশিক্ষা

জি এন রায়

নিজের বাসায় বসে শিশুপাখি ভাবে, মা কী সুন্দর উড়তে পারে আর আমি পারি না। একদিন মা পাখিটা ওকে ঠুকরে ঠুকরে বাসার বাইরে বের করার উপক্রম করছিল। বাচ্চাটা কাঁদতে কাঁদতে বলে, ও মা, আমি যে নিচে পড়ে যাব, আর ঠেলো না প্লিজ। মা পাখি বাচ্চার কান্না উপেক্ষা করে সত্যি সত্যি ওকে ফেলে দিল। বাঁচার তাগিদে শিশুপাখিটা ডানাদুটো নাড়তে শুরু করল আর নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল যে ও এখন উড়তে পারছে। উড়তে উড়তে সে অনেকটা দূর চলে গেল। একটা গাছের ডালে এসে বসল। ওর পিছন পিছন এসে মা পাখিটাও ওর পাশে বসল। বাচ্চার সাফল্যে খুশি হয়ে ওকে খুব আদর করল।

মানুষ হওয়া

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

এক শিয়ালের একদিন খুব ইচ্ছা জাগল যে সে মানুষের মত মানুষ হবে। মানুষরা কীভাবে জীবনযাপন করে দেখবার জন্য তাই শহরে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল যে তারা কথায় কথায় খুব ঝগড়া করে। শহরের অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করে জঙ্গলে ফিরে শিয়ালগিন্নীকে সব বলল। গিন্নী বলল, খুব ভাল কথা, অনেক পরিশ্রম করে এসেছ, এবার একটু খেয়ে নাও। শিয়াল কর্তা বলল, তুমি না কোনদিন মানুষ হতে পারবে না। তোমার বলা উচিত ছিল, তুমি কি গো? একা একা শহর ঘুরে এলে? আমাকেও তো নিয়ে যেতে পারতে?

অমিত মন্ডল, দশম শ্রেণি, ত্রিজনী আর্ট স্কুল (শিলিগুড়ি)

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com